দিদির বর

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

সিটি লাইব্রেরী
২৬, বাঙ্গলা বাজার, ঢাকা
৪৪, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীগৌরগোপাল মণ্ডল
৪৪ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
৪৪নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত

উপহার

উৎসর্গ

কল্যানীয়াষু,—

জয়! তুমিই, তোমার কোন্ এক বন্ধুর অন্তরের গোপনব্যথার আভাস দিয়ে এই গল্পের ইঙ্গিত দিয়েছিলে। তারপর তোমারই অনুরোধ জুগিয়েছিল এর প্রেরণা!

আমার 'নিভা' তাই তার বুকের গোপনব্যথা তোমাকেই জানাতে চায়!……

তার ব্যথার ইতিহাস কি তোমার কাছে ছোট্ট একটি দরদের দীর্ঘশ্বাসও দাবী করতে পারে না?…

কলিকাতা,
বৈশাখ, ১৩৩৯।

—রাসবিহারী।

—চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হ'যে রও,

পথিকের সঙ্গ লও।

ওগো পথহীন

কেন রাত্রিদিন

সকলের মাঝে থেকে সবা হ'তে আছ এত দূরে,

স্থিরতার চির-অন্তঃপুরে ?—

—রবীন্দ্রনাথ

— ১ —

নারীর সৌভাগ্য বিবাহে। মুখখানা যার যত চাঁদপানা তার নাকি তত সহজেই বর মেলে, পুরুষের চাকরীর মত তার তত কম সুপারিশ ও চেষ্টায় কার্য্যসিদ্ধি হয়।

পাঁচজনে ত' বলে—আমি সুন্দরী।

…লেখাপড়াও কিছু কিছু জানি—গাইতেও জানি সামান্য। যে সমস্ত গুণের আদর করে পুরুষে, আজ-কালকারদিনে, তার সবই আমার ছিল। পিতার আমার অর্থের অভাব ছিল না এবং আমার বিবাহে ব্যয় করতে কুণ্ঠিতও ছিলেন না তিনি;—তবু কি জানি কি অদৃষ্টের দোষে বহু চেষ্টাসত্ত্বেও আমার বর জুট্‌লো না,—লেখাপড়া জানা গুণী ছেলের যেমন চাকরী জোটে না।

…তখন যে আমার মনের কী অবস্থা, সে কথা আজও আমার মনে হলে লজ্জায় মরমে মরে যাই!

সংসারে এমন অনেক লোক দেখ্‌তে পাওয়া যায় যারা সহস্র চেষ্টা ক'রেও পয়সার মুখ দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু হঠাৎ একদিন ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হ'য়ে যেচে তার কাছে এসে ধরা দেন—বিনা আয়াসে, বিনা চেষ্টায়। হয়ত' বা কোন দাতা আত্মীয়ের একটি কলমের আঁচড়ে কিংবা এম্‌নি একটা অন্য কোন উপায়ে।…আমার বিয়েটাও হঠাৎ হ'য়ে গেল যেন ঠিক্‌ তেম্‌নিভাবে।

যখন চারিদিকে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে—অথচ কোথাও বর জুটচে না, ঠিক্‌ তেম্‌নি সময় একদিন দিদি জ্বরে পড়ল'। সপ্তাহখানেক জ্বরে ভুগে দিদি সতীলোকে চলে গেল,—দিয়ে গেল আমাকে তার সর্ব্বস্ব—আর পাঁচ বছর বয়েসের একটি মেয়ে!

আমার অদৃষ্ট এতদিন পাতা চাপা ছিল, হঠাৎ কোথাকার একটা দুরন্ত উদ্দাম বাতাস এসে আশ-পাশের ডাল পালা ভেঙ্গে চুরে আমার জীবনযাত্রার পথটিকে পরিষ্কার করে দিলে।

একটা গড়্‌তে হ'লে আর একটাকে এম্‌নি নির্ম্মম হয়েই ভাঙ্গতে হয়—সৃষ্টির বৈচিত্র্য এইখানে!…

দিদির মৃত্যুর মাসছয়েক পরেই জামাইবাবুর সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল। জামাইবাবু প্রথমটা খুব আপত্তি তুলেছিলেন, শেষে শুধু আমায় বলেই বিয়ে কর্‌তে রাজী হ'লেন—নইলে তিনি নাকি দ্বিতীয়বার বিবাহ কর্‌তেন না। তাঁর মেয়ে আমার পর নয়, কাজেই আমার হাতে তার

অযত্ন হবে না বরং আমার সাহচর্য্যে সে মা'র অভাব অনুভব করবে না, এবং আমার হাতে তাকে ফেলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারবেন, এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক ভাবনাগুলো একত্র করে নিজের ভাঙ্গা সংসারটিকে অটুট অক্ষুন্ন রাখবার জন্যই তিনি আমাকে বিবাহ করতে রাজী হ'লেন।

·· বিয়ে হ'য়ে গেল।

বিয়ের আনন্দ কি তা বুঝলুম না। অশ্রুসজল চোখে বিয়ের অনুষ্ঠান-গুলো পালন ক'রে গেলুম। আমার মনে হলো বিয়ের মন্ত্র ও অনুষ্ঠানগুলো শুধু আমায় হলফ্ দিয়ে জামাই-বাবুর কর্ণধারহীন সংসারের হালটি আমার হাতে তুলে দিলে। তাঁর সেই সংসারটিকে সুশৃঙ্খলে চালাতে পারলেই আমার নিষ্কৃতি !···

শ্বশুর ঘর করতে এলুম।...

তার মধ্যেও কোন বৈচিত্র্য নেই,—আরও পাঁচবার যেমন দিদির কাছে এসেছিলাম, এবারও যেন তেম্‌নি এলাম। পূর্ব্বে এসেছিলাম অস্থায়ীভাবে,—এবার এলাম স্থায়ীভাবে দিদির জায়গায়—তার সংসারের চার্জ্জ নিয়ে, এইমাত্র !··

তার বেশী যে আমি আর কিছু পেলাম, কিংবা জামাইবাবুর সঙ্গে যে আমার একটা নতুন মধুর সম্পর্ক হলো তা বোঝ্‌বার অবকাশ পেলাম না।

আমি যে এ বাড়ীর নতুন বউ,—এ কথাটা আমারও কখন মনে হয়নি —বাড়ীর কারুরও বোধ হয় সে কথা মনে হয়নি, একদিনের জন্যও ! আমাকে নিয়ে সংসারের কেউ মাথা ঘামায়নি—প্রয়োজনও হয়নি তার কোন

দিনই, প্রথম দিনটি হ'তে। আমি নিজে হ'তেই সংসারের ভার মাথায় তুলে নিলুম।

বিয়ের রাত্রে উৎসব আয়োজনের কোন ক্রুটী হয়নি। কিন্তু সমস্ত উৎসব আয়োজন ব্যর্থ ক'রে দিলে দিদির স্মৃতি! উৎসবে যোগদান করবে যারা, তাদের সকলেরই হৃদয় তখন শোকভারে নমিত,—সকলেরই চোখে অশ্রুর বন্যা।

…ফুলশয্যার রাত্রি!…

জীবনের সেই একটি রাত্রি! যার গোলাপী স্মৃতি নারীর জীবনতলে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হয়ে থাকে,—সোনার রঙে!—যার মধুর বর্ণনা শুনেছি, বিবাহিতা বন্ধুদের কাছে—চিরদিন যে রাত্রির ধ্যান করেচি সঙ্গোপনে,—সহস্র সাধনাতেও যে রাত্রি আর ফিরে পাবোনা, সে রাত্রির স্মৃতি আজও আমার বুকের মাঝে জ্বল্ জ্বল্ করচে;—কিন্তু সে কুহকজড়িত রঙীন সুখ-স্বপ্নের মত নয়।—একটা বিষাদী করুণ রাগিনীর মূর্চ্ছনার মত,—ছোট্ট একটি বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের মত!…

‥ফুলশয্যার সেই রাত্রে, আমার যৌবনরাগদীপ্ত দেহখানা ফুলের সাজে ঢেকে দিয়ে যখন আত্মীয়া তরুণীর দল, আমায় দিদির ঘরেই বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে গেল, তখন লজ্জায়, ভয়ে আমার সর্ব্বশরীর ঘামে ভিজে উঠ্‌ল।

ছিঃ! ছি! কী লজ্জা,—এখুনি জামাইবাবু আস্‌বে—না জানি কি বলবে, কি ভাববে!‥

একটা আতঙ্কের শিহরণে আমার সর্ব্বশরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌তে

লাগল। অনেকক্ষণ চোখ বুজে একলা শুয়ে রইলুম,—এক সীমাহীন চিন্তার মাঝে ডুবে। মাথার মাঝে আগুনের ঢেউ খেলে গেল,—ঘুম এল' না।

হঠাৎ চোখ খুলতেই—চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে ঝোলান দিদির বড় ছবিখানার উপর পড়ল!...

দিদির চোখ দুটো যেন দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠল'—উঃ! এ কী তীব্র দৃষ্টি!

আমি সহ্য করতে পার্‌লুম না—চোখ বুজলুম। কীসের একটা আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীরটা হিম হ'য়ে এল'।...আমি রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে রইলুম।

একটা বিশ্রী স্তব্ধতায় ঘরখানা ভারী হ'য়ে উঠল'। আর সেই নীরবতার বুক চিরে যেন কত অশরীরী প্রাণী আমার কানের কাছে খল্‌ খল্‌ ক'রে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠ্‌ল'।...আমার সমস্ত অন্তরাত্মা অশ্রুর বাষ্পে আর্দ্র হ'য়ে উঠ্‌ল'। আমি অস্থির হ'য়ে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে আবার দিদির সেই ছবিখানার পানে চাইলুম।...

এ ছবি ত' কতবার কতদিন দেখিচি!

কিন্তু এ কী রুদ্র মূর্ত্তি! চোখের মাঝে এ কী জ্বলন্ত চাউনি!

কোথায় দিদির সে চোখের কমনীয়তা,—কোথায় সে অঙ্গঘেরা লাবণ্য?...আমি চোখ বুজে দিদিকে ধ্যান করলুম।

চোখের মাঝে জেগে উঠ্‌ল'—সেই হাস্যোজ্জ্বল আনন্দ প্রতিমা, সারা অঙ্গ হ'তে একটা স্নিগ্ধ শান্তশ্রী ঠিক্‌রে পড়চে—চোখের মাঝে বিশ্বের

ছায়া—ভাষাময়ী, ভাবময়ী সে চোখদুটি!...প্রেমের আনন্দে নৃত্য ক'রত সর্ব্বক্ষণ!...

কী বিপুল পুলকে তার এই প্রেমের মন্দিরটীকে সে উজ্জ্বল ক'রে রাখ্‌তো! ফুলঝুরির মত উচ্ছল হাসির ধারায় এই ঘরটি ভরপূর হ'য়ে থাকৃত। এম্‌নি কত কথাই আমার মনে হ'তে লাগল।

কত আশা রঙীন হ'য়ে তার বুকখানা বোঝাই করে রাখ্‌ত। মনে পড়ল', —জামাইবাবুকে তার ভালবাসার কথা। উঃ! কী ভালোই বাস্‌তো! একদিনও বিয়ের পর জামাইবাবুকে ছেড়ে থাকেনি— থাকৃতে পারতো না।

আমার মনে হ'ল আমি অপরাধী!—আমি চোর! সিঁদ চোরের মত ঘরে ঢুকে অপরের সম্পত্তি অপহরণ কর্‌বার সুযোগ অপেক্ষা করচি!— ছিঃ ছিঃ! এ অদৃষ্ট আমার কেন হলো?—

এম্‌নি ধিক্কারে, আত্মগ্লানিতে যখন আমার মনটা বিষিয়ে উঠেচে, সেই সময় জামাই বাবু চুপি চুপি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। বালিশের উপর রাশিকৃত ফুলের মাঝে মুখ গুঁজে আমি ঘুমন্তের মত পড়ে রইলুম। একটা অজানা শিহরণে আমার সারা দেহ খানা থর্‌ থর্‌ করে কাঁপছিল। বুকের সঘন স্পন্দনে আমার অন্তরটা দোল্‌ খেয়ে উঠ্‌ছিল।

আবার সেই স্তব্ধতা! ঘরের বদ্ধবায়ুতে জামাইবাবুর নিশ্বাসগুলো যেন হা হা করে ঘুরে বেড়াতে লাগল—মরুভূমির উদ্দাম তপ্ত হাওয়ার মত!...আমি অবসন্নের মত নিস্পন্দ দেহে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম।

প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হ'তে লাগল,—জামাইবাবু আমার পাশের দক্ষিণের শূন্য স্থানটুকু পূর্ণ ক'রে শুয়ে পড়েচে ;—ঐ যে, ঐ না তাঁর উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার মাথার কুঁচো চুলগুলোকে দোল্ দিয়ে যাচ্চে। ঐ বুঝি তাঁর অলস পরিপুষ্ট হাতখানা আমার গায়ের উপর এসে পড়ল্'।··

এম্‌নি ভাবে যে কতক্ষণ কেটে গেল আমার ঠিক মনে নেই।—এক একটি মুহূর্ত্ত যেন আমার কাছে এক একটি যুগ ব'লে মন হ'য়েচে !···

হঠাৎ মনে হ'ল যেন কে ঘরের ভিতর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচে। আমি খানিক কানপেতে শুনলুম,—একখানা হাত নেড়েচেড়ে বুঝ্‌লুম, আমার পাশে কেউ নেই, স্থানটুকু শূন্য পড়ে আছে।

সহসা, কে যেন নিজের অজ্ঞাতে আমায় জোর ক'রে টেনে তুলে বসিয়ে দিলে। চোখ মেলে চেয়ে দেখি জামাইবাবু মেঝের উপর পাতা নতুন কার্পেটখানার উপর বসে,—বালিশের উপর মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচেন,—নিতান্ত বালকের মত !

এ কী দৃশ্য !···আমার দেহের সমস্ত রক্ত জমাট হ'য়ে গেল,—বুকের মাঝে কে যেন সজোরে পাথর ভাঙ্গতে লাগল। আমি ভুলে গেলুম যে আমি নববধূ, ভুলে গেলুম যে সেটা আমার জীবনের বড় সাধের ফুলশয্যার রাত্রি! ইচ্ছা হ'ল তখনি নীচে নেমে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিই। তিনি ত' আমার অচেনা অজানা নন্। ছেলেবেলা কত কোলে-পিঠে চেপেচি।···একটা মর্ম্মন্তুদ যাতনায় আমার অন্তরটা হাহা ক'রে উঠ্‌লো। কিন্তু কেমন একটা দ্বিধা, কিসের একটা সঙ্কোচ আমার ইচ্ছাবৃত্তিকে সজোরে চাবুক মেরে দমন ক'রে দিলে।

আমি পাথরের মত স্থির হ'য়ে ব'সে রইলুম—কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলুম না।—বুকের মাঝে পুঞ্জীভূত বেদনার স্তূপ পর্ব্বতপ্রমান হয়ে উঠল, কিন্তু তাঁর বেদনার পরিমাণ বুঝে যেন আমার অন্তরের সঞ্চিত বেদনারাশি মাথা ঠেলে উঠ্‌তে পারলে না। মনের আড়ালে,—বুকের গোপন কোণে মাথা কুটে গুমরে মরতে লাগল।

আমি যেমন নিজের অজ্ঞাতে উঠে বসেছিলুম, তেম্‌নি কখন্ আবার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

*　　　　　*

ভোরের আলো যখন ঘরময় ছড়িয়ে পড়েচে, তখন আমার ঘুম ভাঙ্গলো। আমি চোখ খুল্‌তেই দেখ্‌লুম—ঘরে আর কেউ নেই!—আমি একা! পুষ্পাস্তীর্ণ বিছানার উপর আমি একলা। ফুলের রাশি যেখানে যেমন সাজান ছিল, ঠিক্ তেমনি আছে, শুধু এক ছড়া মোটা মালা দিদির বড় ছবিখানায় কে ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে!

— ২ —

দিদির মেয়ে লীলা এমন কি বাড়ীর ঝি-চাকর সকলেই আমায় মাসীমা বলে ডাকৃত। দিদির সম্পর্কটুকুই সবাই বজায় রাখ্‌লে। আমার যে এ বাড়ীতে একটা নিজস্ব সম্পর্ক আছে, এখানে আমার বল্‌তে কোন দাবী-দাওয়া আছে, এটা যখন আমারই মনে হ'ত না, তখন এই দিদির আমলের দাসদাসীদের পক্ষে সেটা ভুলে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। বস্তুতঃ, আমি মাঝে মাঝে অন্যমনস্কে ভুলেই যেতুম যে আমি স্বামীর ঘর করতে এসেচি। মনে হ'ত যেন দিদি কোথাও গেছে এবং তাঁর অনুপস্থিতির দিনকটা আমি এ'দের দেখাশোনা করতে এসেচি।

এটা যে আমার নিজের বাড়ী,—আমার স্বামীর ঘর, আমি যে এ বাড়ীর গৃহিণী সে কথা মনে হ'লেই যেন মনের নীচের একটা কোণে কাঁটার মত

কি একটা খচ্ খচ্ করে বিঁধ্‌তে থাক্‌ত'। তাই আমি সে চিন্তাকে সাধ্যমত মনে ঠাঁই দিতুম না।

আমি এ বাড়ীতে আসার পরদিনই জামাইবাবু সংসারের সমস্ত ভারই আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। লীলা ত' তার মায়ের মৃত্যুর পর হ'তেই আমার কাছে ছিল। সে দিবারাত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ত।

আমার দুঃখ্যু করবার কিছু ছিল না,—কারণ এটা আমি বুঝ্‌তুম যে শুধু দিদির অভাবে পাছে তার বড় যত্নে-গড়া স্নেহের সংসারটি ছারখার হ'য়ে যায়, তাই এখানে আমার প্রয়োজন! যেমনটি আমি পার্‌ব' তেমনটি ত' আর কেউ পার্‌বে না,—একথাও আমি অনেকের মুখে অনেকবার শুনেচি। তাই দিদির শূন্য আসনে আমাকে প্রতিষ্ঠিত দেখে অনেকেই আরামের নিঃশ্বাস ফেলেছিল।...তাই আমি মনের সমস্ত ক্ষোভ নিঃশেষে মুছে ফেলে, আমার প্রাণের স্নেহ, সেবা, যত্ন দিয়ে দিদির স্বামীকে (আমার স্বামীকেই বলি না কেন) ও তাঁর মাতৃহারা মেয়েটিকে সজীব ক'রে তোল্‌বার চেষ্টা করতুম—দিনের পর দিন। প্রাণমন ঢেলে দিয়ে সংসারের কাজ করতুম,—স্বামীর প্রয়োজন অপ্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখ্‌তুম।

লজ্জা তাঁর কাছে আমার কোনদিনই ছিল না।

বিয়ের ক'টা মন্ত্র ও অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি নিজের হাতে আমার মাথায় সিন্দুররেখা অঙ্কিত করে দেবার সময় অবগুণ্ঠন টেনে দিলেও, সে অবগুণ্ঠন অবাধ্যের মতই বার বার খ'সে পড়ে যেত, মাথার উপর থাক্‌তে চাইত না। প্রথম ক'টা দিন যদিও মনের কোণে মাঝে মাঝে একটা লজ্জার দোল

দিয়ে যেত, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সেটা ক্রমশঃ এম্‌নি অস্পষ্ট হ'য়ে এল' যে, আমাদের নতুন সম্পর্কের কথাটা মন হ'তে মুছে দিয়ে, পূর্ব্বের পরিচয়টা সমস্ত স্থানটা জুড়ে বস্‌ল'। আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লজ্জার বাঁধ ভেঙ্গে ফেলে হৃদয়ের স্নেহ-যত্ন নিঃশেষে ঢেলে দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করতুম।

সে সেবা-যত্নের মধ্যে কোন দেনা-পাওনার হিসেব নিকেশ ছিল না,—নিজের প্রাণের মাঝেও কোন অশান্তির কালো ছায়া ছিল না।

···নিজের জন্য আমি ত' কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকের নীচে পুষে রাখিনি। বিয়ের পূর্ব্বে, আমার কৈশোর জীবনের তলে তলে, যখন অজ্ঞাতে, যৌবন তার বিচিত্র বর্ণ-সুষমার কুহক জাল বিস্তার করতে সুরু করলে—নব মুকুলিত যৌবন-মালঞ্চে নব নব আশা-আকাঙ্ক্ষার ফুল ফুটে উঠে আমায় সম্মোহিত ক'রে তুললে,—কল্পনায়, জীবন পথে, এক নব অতিথির শুভাগমন আশায় আমার যৌবন তোরণটীকে পত্রে-পুষ্পে সজ্জিত ক'রে অপেক্ষায় পথ চেয়ে রইলুম। কিন্তু এখানে আসার পরমুহূর্ত্তেই সে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়েছিলুম।···নিজের কোন সুখসাধের আশা না রেখেই দিদির স্বামীর ও তার কন্যার সেবা-যত্নের ভারটি তুলে নিয়ে এ সংসারে চলাফেরা করতুম।

উঃ! দিদি কি আমায় কম ভালবাস্‌ত!···

আজ সে স্বর্গে বসেও যে দেখ্‌তে পাচ্চে। আমার হাতে প'ড়ে তার

গচ্ছিত ধন দু'টি যদি অবহেলার মাটি মেখে উর্দ্ধদৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে থাকে, তা হ'লে,—তা হ'লে যে সে স্বর্গে বসেও শান্তি পাবে না!···

মানুষ ম'রে গেলেই কি তার স্নেহের সামগ্রীগুলিকে ভুলে যায়?

তা কি যায়?···

তাদের চোখগুলো আকাশের এক একটা তারা হ'য়ে মাটির পৃথিবীর পানে চেয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে,—তাদের হৃদয়-ছেঁড়া ধনগুলির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে!·····

সংসারের কাজকর্ম্ম সেরে যেটুকু ফুরসৎ পেতুম, অধিকাংশ সময়ই দিদির মেয়ে লীলার সঙ্গে খেলা ক'রে কাটাতুম,—তা সে পুতুলের বিয়ে থেকে আরম্ভ ক'রে 'ঘোড়া-ঘোড়া' এবং 'চোর-চোর' খেলা পর্য্যন্ত!···

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছাতের উপর লীলা ও আমি এম্‌নি একটা কি খেল্‌ছিলুম।

আমাদের খেলা যখন খুব জ'মে উঠেছে,—আর লীলার চপল হাসির ধ্বনিতে সন্ধ্যাকাশ মুখরিত হ'য়ে উঠেছে, সেই সময় হঠাৎ দৃষ্টি পড়্‌ল' জামাইবাবুর উপর!···চেয়ে দেখি সিঁড়ির দোরটার কাছে অস্পষ্ট অন্ধকারে, জামাইবাবু দাঁড়িয়ে আমাদের পানে চেয়ে আছে,—অভিভূতের মত!···আমার মাথায় কাপড় ছিল না···নিজের অজ্ঞাতে আঁচলটা মাথায় তুলে দিলুম। লীলা দৌড়ে গিয়ে তার বাপের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল।

তিনি লীলাকে কোলে তুলে নিয়ে তার মুখে চুম্বন কর্‌লেন। আমি মুখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম।···কি জানি কেন আমি সহসা মুখ তুলে

তাঁর মুখের পানে চাইতে পারলুম না ; একটা লজ্জার আবরণ যেন আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌লে।...

লীলা তার বাপের চিবুকটি ধ'রে বল্‌লে, মাসীমার পুতুলের সঙ্গে আমার পুতুলের বিয়ে হ'চ্চিল। মাসীমার ছেলে, আমার মেয়ে! দেখনা মেয়েকে কত গয়না দিয়েচি—

উনি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লেন,—ওরে এত গয়না দিলে যে আমি তোর মেয়েকে বিয়ে করতুম—

লীলা একবার বিস্মিত চোখে আমার মুখের পানে চেয়ে হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো,—তবে তোমার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দোব না মাসীমা, বাবার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দোব।

আমরা দুজনে হেসে উঠ্‌লুম।

লীলা কিন্তু তার বাপের হাত ধ'রে টান্‌তে টান্‌তে বল্‌লে—সেই বেশ হবে, তোমার সঙ্গেই বিয়ে দোব—এস' তবে বিয়ে কর্‌বে—

উনি বল্‌লেন,—এখুনি বিয়ে কর্‌তে হবে?—আজই?—

লীলা জিজ্ঞাসা করলে—তবে কখন?—

উনি আমার কাছে স'রে এসে বল্‌লেন—তোমার মাসীমাকে বল' একটা ভাল দিন দেখ্‌তে—তবে ত'...তোমার মাসীমা আবার রাগ করবে না ত'?—

আমি তাঁর মুখের পানে চোখ তুলে চাইলুম। কি জানি কেন একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস তার বুক হ'তে নির্গত হ'য়ে সান্ধ্য সমীরে মিশিয়ে গেল।...

সন্ধ্যার অন্ধকার ছাতের বুকে ঝ'রে পড়্‌ছিল। আকাশের বুকে দু একটা নক্ষত্রও ফুটে উঠেছিল।...উনি যেন কেমন উন্মনা হ'য়ে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে সহসা নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন,—ঠাণ্ডা পড়্‌ছে, চল নীচে যাই, নিভা!

...আমার নাম নিভা...

নীচে, দিদির ঘরের মাঝে এসে তিনজনে বস্‌লুম।

গল্প কর্‌তে কর্‌তে তিনি আমায় গাইতে বল্‌লেন।...বরাবরই উনি আমার গান শুন্‌তে ভালোবাস্‌তেন—কিন্তু আমাদের বিয়ের পর এই তিনি প্রথম আমায় গাইতে বল্‌লেন।...

আমি বুকের নীচে দ্রুত স্পন্দন অনুভব ক'র্‌লুম।

কম্পিত চরণে, কোন রকমে অর্গানটার সামনে গিয়ে বস্‌লুম!...পাশে তিনি ও লীলা ব'স্‌লেন। একটা সলজ্জ কুণ্ঠা যেন আমার কণ্ঠ চেপে ধরলে—অর্গানের রীডের উপর আঙ্গুলগুলো যেন পাথর হ'য়ে গেল—কিছুতেই নড়তে চায় না।...

শেষে, অনেক কষ্টে, একখানা গান কোনরকমে শেষ করলুম।... কত কথাই আমার মনে হ'তে লাগল'। দিদির এই ঘরে ব'সে পূর্ব্বেও অনেকবার দিদিকে ও জামাইবাবুকে আমি গান শুনিয়েচি।... সেই ঘর! সেই অর্গানটি এখনও ঠিক্ সেই জায়গাটিতে তেম্‌নি সাজান! এই অর্গানের দুদিকে দুখানা চেয়ার নিয়ে জামাইবাবু ও দিদি বস্‌তেন, আর আমি মাঝে ব'সে গাইতুম।...

আর আজ ? ..

আজও গাইলুম। কিন্তু কার অভাব যেন বুকের মাঝে একটা তুমুল হাহাকার তুলে দিয়ে গেল। কত কথাই না আজ বুকের মাঝে ঠেলে ঠেলে উঠ্‌ল'।

ছেলেবেলায় যখন আমি দিদির বাড়ী এসে গান গাইতুম, জামাই-বাবু ঠাট্টা করে দিদিকে বল্‌তেন—তুমি কিছুই শিখ্‌লে না—শিমুল ফুল তুমি। নিভা তার বরকে কী তোয়াজে রাখবে বল দেখি। আগে জান্‌লে তোমাকে কি নিতুম। পাঁচ বছর অপেক্ষা ক'রে থাকতুম সেও ভাল, তবু আমি ওকে—

আমি ছোট একটি চিম্‌টি কিংবা কিল্‌ দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিতুম।

…দিদি হাস্‌তো।…

তখন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলুম যে অদৃষ্ট টান দিতে দিতে আমায় এই-খানেই নিয়ে এসে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রে দেবে !…

…এর পর হ'তে সন্ধ্যেবেলা প্রায়ই ওঁর কাছে ব'সে আমায় গাইতে হ'ত। এই সময়টাই দিনান্তে কিছুক্ষণের জন্য ওঁর সহচর্য্য লাভ করতুম। তারপর গভীর রাত্রে, উনি এসে শুয়ে পড়লে, আমি মেয়েকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়তুম। আমি প্রথম হ'তেই নিজে এ ব্যবস্থাটা ক'রে নিয়েছিলুম, উনিও কখন আপত্তি করেন নি।

কিছুদিনের মধ্যেই মনে হ'ল বাড়ীর মাঝে যে প্রচ্ছন্ন শোকের ছায়াটা থম্‌ থম্‌ কর্‌ছিল, সেটা যেন অনেকটা কেটে গেছে। হাসি-গল্পে

গানে আবার যেন বাড়ীখানা মুখর হ'য়ে উঠেচে। ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশের বুকে প্রভাত সূর্য্যের হৈমদ্যুতির মত সংসারটি আবার হাসিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেচে। আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে হাঁফ্ ছাড়তুম।

নিজের হাসি, গল্প, গানের মুক্তধারায় ডুবিয়ে দিয়ে যদি ওঁদের মুখে হাসি ফোটাতে পারি, সে কি কম তৃপ্তি!…একটা তৃপ্তির গৌরবে আমার বুকখানা ভ'রে উঠ্ত।…

আবার সেই পূর্ব্বের, দিদির আমলের মত হাসি-খেলা, আনন্দ-উৎসব! আনন্দের আয়োজনে জামাইবাবুর এতটুকু কুণ্ঠা বা কৃপণতা ছিল না। বেলাশেষে বাড়ী ফিরেই আমাদের নিয়ে বেড়াতে যেতেন। সে কত দূরে,—কত নতুন নতুন পথে…মুক্ত বাতাসে, মুক্ত আকাশের তলে হাসি গল্পের ফোয়ারা খুলে যেত'।

তারপর বাড়ী ফিরে রাত্রে আমাদের বৈঠক বস্ত' দিদির ঘরে! গান, পড়া, খেলা! কত নতুন নতুন বই আন্তেন, পড়ে শোনাতেন কত দেশ-বিদেশের বিচিত্র কাহিনী!…

কখন থিয়েটারে, কখন সিনেমায়!…

এম্নি অবাধ-আনন্দের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিন কাট্‌ছিল, মন্দ নয়!

মন্দ কি?…তবে কেন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই? কেন?

বর জুট্‌ছিল না, বিবাহ ক'রে আমায় রক্ষা ক'রেছেন! এই সংসারের গৃহিণীর অধিকারে গৌরবান্বিত করেছেন। আমার মুখের হাসিটি তাঁর ভাঙ্গা জীবনের পথটিকে সহজ সরল ক'রে দিয়েচে—তাঁর অবসাদগ্রস্ত

জীবনকে সজীব ক'রে তুলেচে।···সেইটুকুই আমার সব! তাঁর তৃপ্তি-সাধন তাঁর দুঃখ-বেদনা মুছিয়ে দেওয়াই আমার জীবনের ব্রত!

জীবনের এই সহজ স্বচ্ছন্দ গতি, কোথাও এতটুকু জড়তা নেই; প্রাণ খোলা আলাপের মাঝে অন্তরতলের গোপনবৃত্তির এতটুকু ইঙ্গিত নেই, আভাষ নেই,—এ মন্দ কি?

স্ত্রী-পুরুষের এমন স্বচ্ছ লঘু আনন্দ,—মনের গোপনে কামনার এতটুকু ছায়া নেই, গন্ধ নেই! শুধু স্নেহ প্রীতিতেই জেগে থাকে;—মন্দ কি এ? অন্তরঙ্গতা আছে, গোপনতা নেই! অবাধ মেলামেশার মাঝে এতটুকু কুণ্ঠা নেই,—সঙ্কোচ নেই, রক্তমাংসের হিংস্র লোলুপতা নেই! প্রথম যৌবনের উদ্দামতা নেই!···

এম্‌নি অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিতে জীবনের বাকি দিন ক'টা কাট্‌লেই বাঁচি!

— ৩ —

দু' বছর পরের কথা।

সে বছর পুজোর ছুটিতে আমাদের শিলং পাহাড়ে বেড়াতে যাবার ব্যবস্থা হ'ল। দু'তিন দিন ধ'রে যাবার ব্যবস্থা করতে, বাজার করতে কেটে গেল।

···রাত্রে শান্তাহারে গাড়ী বদল ক'রে অন্য গাড়ীতে উঠ্‌লুম। আমাদের গাড়ী রিজার্ভ করা ছিল।

ছোট গাড়ী। লীলা উপরের একটা বার্থে উঠে শুয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেল। নীচে আমরা দু'জনে দু'টি বার্থে!···

ফুলশয্যার রাত্রের পর আমি ওঁর এত কাছে কখন' রাত্রি যাপন

করিনি। সেদিন সেই চলন্ত ট্রেণের মাঝে হঠাৎ অনেকদিন পরে কেমন একটা কুণ্ঠার চাপে জড়সড় হ'য়ে গেলুম। কিছুতেই যেন পূর্ব্বের মত সহজভাবে তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা কইতে পারছিলুম না।···

মাঝের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে উনি শুয়ে পড়লেন। আমিও আমার জায়গাটায় নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুয়ে পড়লুম। জামাইবাবু ঘুমিয়ে গেলেন। আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম এলো না। অনেকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইলুম। কি-সব ছাই ভস্ম চিন্তা এসে আমায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌লে।···কিছুতেই মনকে সে চিন্তার নাগপাশ হ'তে মুক্ত কর্‌তে পারলুম না। মাথার ভেতরটা তেতে উঠ্‌ল'। মাথার উপর ইলেক্‌ট্রিক্ পাখা চল্‌চে —হাওয়া এসে যেন আগুনের হল্‌কার মত গায়ে ছড়িয়ে পড়চে।···

আমি উঠে বস্‌লুম···জানলাটা খুলে দিয়ে বাইরে মুখ রেখে বস্‌লুম। শীতল নৈশ বায়ু উত্তপ্ত মস্তিষ্কে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলে।··· আবার সেই চিন্তা!···এম্‌নি একটু কার স্নেহের পরশ পাবার জন্যে প্রাণটা যেন অধীর হ'য়ে উঠ্‌ল। রাশি রাশি চিন্তা ভিড় ক'রে এসে মাথাটাকে বিশ্রাম দিলে না।···

আঁধার ভেদ ক'রে ট্রেণ ছুটেছে হু হু করে! লাইনের ধারে আঁধারে ঢাকা বনানী, জমাটবাঁধা অন্ধকারের স্তূপের মত মনে হ'ল। কোথাও মাঠ, বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র! আঁধারে ঢাকা বনানীর মাথায় জোনাকির ঝিকিমিকি!···তারা যেন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দেখতে বেরিয়েচে, অন্ধকার কত গাঢ়!

আমি আকাশের পানে চাইলুম। মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের বুকে অসংখ্য নক্ষত্র!...ঐ শুভ্র ছায়াপথ!...ঐ খণ্ড চাঁদ!...ওরা সব যেন একযোগে আমায় আহ্বান করলে...

বাতাসে পর্য্যন্ত কী মাদকতা! নিখিল বিশ্ব যেন রূপ-রসে ভ'রে উঠেচে।...আর সেই রূপ-রসভরা প্রকৃতি আমার বুকে এক নূতন জীবনের আভাষ জাগিয়ে তুললে।...

কতক্ষণ যে আমি সেই স্বপ্নে-রচা মোহের জগতে তন্ময় হ'য়ে বসেছিলুম জানি না, তবে আমার সংবিৎ ফিরে এল যখন ট্রেণখানা একটা ষ্টেশনে এসে দাঁড়াল। একটা কুলি চীৎকার করে উঠ্‌লো—'লালমনির-হাট।'

...উনি ঘুম থেকে জেগে উঠে ডাক্‌লেন,—নিভা!

আমি সাড়া দিলুম।

—তুমি ব'সে আছ, নিভা?—

—ঘুম আস্‌চে না—ব'লে আমি বাইরের পানে চাইলুম। আমার স্বর কেঁপে উঠ্‌ল, বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল।

আমার কণ্ঠস্বরে জামাইবাবুও যেন চম্‌কে উঠ্‌লেন ব'লে মনে হ'ল। তিনি এক মুহূর্ত্ত মৌন থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, শরীর অসুখ করেনি?

জামাই বাবু উঠে বস্‌লেন,...পাখাটা ঘুরিয়ে আমার দিকে ক'রে দিলেন।...

দুজনেই নীরব...বাইরের পানে মুখ রেখে!

ট্রেণটা অনেকক্ষণ ষ্টেশনে দাঁড়াল। কত লোক নাম্‌ল'—উঠ্‌ল'··· জীবনের কলরব সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ল'।

ট্রেণ ছাড়লে জামাইবাবু আমার বেঞ্চে এসে বস্‌লেন।···

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—উঠে এলে যে ?

আকাশের বুকের ম্লান জ্যোৎস্নার মত তাঁর মুখে একটু ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠ্‌ল'। বল্‌লেন,—তুমি একলা সারারাতটা ব'সে কাটিয়ে দিলে, আমি প'ড়ে প'ড়ে ঘুমুই কেমন ক'রে ?···

আমার বুকের নীচেটা তোল্‌পাড় ক'রে উঠল। মনে হ'ল জিজ্ঞাসা করি—কেন, হঠাৎ এই দরদ্‌ !···

···এমন দরদের কথা ত' আর কখন শুনিনি—এমন দরদী দৃষ্টি দিয়ে আমার অন্তরটা দেখবার এই প্রয়াস···

সহসা আবার বুকের ভিতরটা ফুঁশিয়ে উঠল'।—খুব কতকগুলো কড়া কড়া কথা আমার বুক হ'তে উঠে কণ্ঠের মাঝে মিলিয়ে গেল। শুধু একবার তীব্র দৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে স্থির হয়ে ব'সে রইলুম।···

আবার সেই নীরবতা ! দু'জনে পাশাপাশি ব'সে, অথচ কারুর মুখে কোন কথাটি নেই !···একটা কিসের বিতৃষ্ণায় আমার মনটা ভ'রে উঠেছিল।···

কখন্ ঘুমিয়ে প'ড়েছিলুম···

জেগে চোখ মেলে দেখি, আমি তার কোলের কাছে মাথাটি রেখে শুয়ে আছি—আর তিনি আড়ষ্টের মত স্থির হ'য়ে আমার মুখের পানে

চেয়ে ব'সে আছেন। তাঁর গাল বেয়ে দু'চোখে অশ্রুর ঝরণা নাম্‌চে। আমি তন্দ্রাজড়িত চোখে বিস্ময়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলুম।… আমার মনে হ'ল আমি তখন' স্বপ্ন দেখ্‌চি, সেই ফুলশয্যায় রাত্রের কথা!

…কেন? এমন ভাবে ব'সে কাঁদচেন কেন?—আমি কি কিছু বলেচি?…মনে আঘাত দিয়েচি?…

ধড়্‌মড়িয়ে উঠে ব'সে মনে ক'রতে চেষ্টা করলুম। উনিও মুখখানা ফিরিয়ে উঠে, সোজা বাথরুমে চলে গেলেন।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইরের পানে চাইলুম। আকাশের বুক হ'তে রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে উষার আলো ফুটে উঠছিল।

পাহাড়ের বুকে স্বপ্নপুরীর মত এই শিলং সহর। প্রকৃতির এই অপর্য্যাপ্ত স্নিগ্ধ-শ্যাম ছায়া শ্রান্তির অবসন্নতা ঘুচিয়ে দিয়ে বুক জুড়িয়ে দেয়। ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণসুষমায় চোখ রঞ্জিত ক'রে তোলে—এক অভিনব আনন্দরসে চিত্তল ভরপুর হ'য়ে ওঠে।…আকাশের গায়ে গা মিশিয়ে দিয়ে স্তরে স্তরে পাহাড় সাজান!…যেন তারা আকাশের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে আস্ফালন ক'চ্চে। পাহাড়ের বুকে বিচিত্র রঙের মেলা—বেলাশেষের, আকাশের বর্ণচ্ছটার মত! কোথাও পাহাড়ের বুক ধুইয়ে দিয়ে শীতল ঝর্ণার ধারা—অশ্রান্ত কলগুঞ্জন তুলে অবিরাম গতিতে ঝরে পড়চে। কোথাও বিচিত্র ফুলসম্ভারে বুক ভ'রে যৌবনরাগদীপ্ত তরুণীর মত সলাজ চাউনিতে চেয়ে আছে।…

প্রকৃতির যেমন অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্য সুষমা এখানে, এখানকার

মেয়েদেরও স্বভাব সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তেম্‌নি একটা অপরূপ সামঞ্জস্য! তাদের গালে প্রস্ফুটিত গোলাপ, চোখ আবেশ ভরা,—প্রাণ—আনন্দরসে ভরপুর!···তাদের সলীল গতিভঙ্গের তালে তালে স্বভাব-সৌন্দর্য্যের ঢেউ! তারা যখন দলে দলে ফুটন্ত গোলাপের মত পথ বেয়ে চলে যেত' আমার মনে হ'ত,—যেন এ এক স্বপ্নে-রচা মায়াপুরী! আর এরা সেই মায়াপুরীর অন্তঃপুরের পরীর দল! হাওয়ায় তালে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেচে! এদের প্রতি পদক্ষেপের লীলায়িত হিল্লোলে যেন সৌন্দর্য্য ঠিক্‌রে পড়চে।

'লাবানে' আমাদের বাংলো। ছোট্ট ঝর্‌ঝরে বাংলোখানি! বাংলোর পিছুনে একটা মস্ত পাহাড়—প্রকাণ্ড দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে!···

এখানে এসে দিনগুলো বেশ হাল্কা হ'য়েই কাট্‌ছিল—প্রাণখোলা হাসি ও গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে। দিনের কাজ এখানে খাওয়া আর বেড়ান। দিনান্তে সন্ধ্যার পর ব'সে গান গাইতুম কিংবা গল্প করতুম—পরদিনের প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করতুম। তারপর রাত্রে···আমি লীলাকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তুম,—উনি পাশের ঘরে গিয়ে শুতেন।

এখানে 'খাশিয়া' মেয়েরাই সব কাজ করে। হাটে, বাজারে নারীরা বিক্রয় করে। দাসী ও রাঁধুনীর কাজ করে এই খাশিয়া মেয়েরা। আমরাও এম্‌নি একটি খাশিয়া মেয়ে নিযুক্ত করেছিলুম, দাসীর কাজের জন্য! সে সমস্ত কাজই করত'। ঘর দোর পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ ক'রে রান্নায় পর্য্যন্ত জোগাড় ক'রে দিত, আমাদের ঠাকুরকে।

মেয়েটি অপূর্ব্ব সুন্দরী—যেমন রঙ, তেমনি গড়ন! খাসিয়া মেয়েদের

সাধারণতঃ নাকটা একটু চেপ্টা হয়, এ মেয়েটির কিন্তু নাকটি পর্য্যন্ত নিখুঁত বাঁশীর মত।...মেয়েটির মুখখানি যেন গ্রীসের কোন সুনিপুন ভাস্করের পরিকল্পিত। আসল আর্য্যনারীর মত সুগঠিত অবয়ব ও মুখশ্রী! মুখের পানে চাইলে চোখ ফেরান যায় না!

মেয়েটির নাম 'মুখ্রিমা'। বয়স আন্দাজ ১৭।১৮ বছর। মেয়েটি যতক্ষণ বাড়ীতে থাক্‌ত' ততক্ষণ তার কলগুঞ্জনে ও উচ্ছল হাসির ছটায় বাড়ীখানি মুখর হ'য়ে থাক্‌ত। লীলার সে সখী ও খেলার সাথী হ য়ে উঠ্‌ল'। লীলা তার সঙ্গ ছাড়তে চাইত না। লীলার সঙ্গে সে ছুটোছুটি করত, গান গাইত! বিচিত্র মূল্যবান পোষাক প'রে সে যখন ছুটোছুটি করত' আমার মনে হ'ত হাওয়ার তালে বিচিত্র পাখা মেলে যেন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্চে! আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে থাক্‌তুম। প্রাণটি তার আনন্দরসে ভরপুর! কোথাও যেন এতটুকু দুঃখতাপের আঁচ লাগেনি। রূপে-রসে, গন্ধে-গানে যৌবন লীলায়িত দেহখানি তার ফুলের মত তাজা! · এই রূপ, এই যৌবন নিয়ে দাসীবৃত্তি ক'রে নিজের জীবিকা আহরণ করচে—অথচ, কী গভীর তৃপ্তিতে তরুণ বুকখানি ভ'রে সংসারে চলাফেরা করে! কোথাও যেন এতটুকু অভাব-অভিযোগের সাড়া নেই...

আমার মাঝে মাঝে এই রহস্যময়ী তরুণীর প্রাণের গোপন কথাটি জান্‌বার একটা অদম্য আগ্রহ জেগে উঠ্‌ত। কিসের সার্থকতায় তার প্রাণটি এমন সমুজ্জ্বল হ'য়ে থাকে!...

মুখ্রিমার কথা বড় একটা বুঝতে পারতুম না। খাশিয়া ভাষায়

কথা বল্‌ত'—কিন্তু নিজে বল্‌তে না পারলেও হিন্দী ও ইংরাজীতে কাজ বুঝিয়ে দিতুম—সে ঠিক্ বুঝে নিত ; এবং ইঙ্গিতে আকারে তার কথা সে আমাদের বুঝিয়ে দিত। এম্‌নি সহজ সরলভাবে সে ইঙ্গিত করত' যে বিস্মিত হ'য়ে তার মুখের পানে চেয়ে থাকৃতুম। তার প্রাণখোলা হাসি ও কথা বল্‌বার ভঙ্গীমাটুকু আমার বড় ভাল লাগত'। মনিব ব'লে আমার কাছে তার লজ্জা সঙ্কোচ কিছুই ছিল না, আমার সঙ্গে ঠিক্ সখির মতই ব্যবহার কর্‌ত'।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমরা বেড়িয়ে এসে দেখ্‌লুম, ঠাকুর মাংস রাঁধ্‌চে, আর মুখ্‌রিমা উনুনে জ্বাল্ দিচ্চে। কাঠের ধোঁয়ায়, আগুনের আঁচে তার গোলাপী মুখখানি লাল টক্‌টকে হ'য়ে উঠেচে।…জামাই-বাবু একবার তার পানে চেয়ে আমায় হেসে বল্‌লেন, কেশবের আমাদের সঙ্গীটি হয়েচে ভাল।

আরও কি যেন বল্‌তে চাইলেন, কিন্তু কি ভেবে হঠাৎ থেমে গেলেন।

কেশব আমাদের ঠাকুরের নাম। কেশব অবশ্য আমাদের কল্‌কাতার ঠাকুর নয়। ব্রাহ্মণের ছেলে রাঁধুনির কাজ নিয়েই এসেছিল। কিন্তু ছেলেটি খুব বিশ্বাসী এবং স্বভাবটিও খুব নম্র তাই জামাইবাবুর বিশেষ অনুগত হ'য়ে পড়ে এবং উনি রাঁধুনির কাজ হ'তে আফিসের সরকারের কাজে প্রোমশন দেন।…

আমি কাপড় ছাড়্‌ছিলুম। লীলাকে পিঠে নিয়ে একটা উচ্ছল হাসির লহর তুলে দম্‌কা হাওয়ার মত মুখ্‌রিমা ঘরে ঢুকল'। তার মুখে-চোখে আনন্দের দীপ্তি!…

লীলা বল্‌লে,—মুখ্‌রি আজ ম্যাচ দেখ্‌তে গিয়েছিল—মটরে ক'রে। আমায় কাল নিয়ে যাবে।

খাশিয়া মেয়েরা অত্যন্ত বিলাসী! তারা সাধারণতঃ পোষাক পরে মূল্যবান্‌। দিনে, বাজারে যাকে শুট্‌কি মাছ বেচ্‌তে দেখেচি—সন্ধ্যায় তাকে সাজপোষাক ক'রে মটরে চেপে হাওয়া খেতে, সিনেমায় যেতে দেখেচি। সারাদিন সে পরিশ্রম করবে—কিন্তু দিনের শেষে সে ভোগের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে!

...তাই মুখ্‌রির মটর চেপে ম্যাচ্‌ দেখ্‌তে যাওয়াটা আশ্চর্য্য নয়।...

মুখ্‌রি বিছানা ঝাড়্‌তে ঝাড়্‌তে বিড়্‌ বিড়্‌ ক'রে নিজের মনে কি বল্‌তে লাগলো। আমি গায়ে একখানা আলোয়ান জড়াতে জড়াতে জিজ্ঞাসা করলুম,—কি বল্‌ছিস্‌ মুখ্‌রি?

মুখ্‌রি ইঙ্গিতে যা বল্‌লে তাতে আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলুম। মুখ্‌রি বল্‌তে চায়, আমরা কেন স্বতন্ত্র ঘরে ভিন্ন শয্যায় রাত্রি যাপন করি! ...সে বন্দোবস্ত করতে চায়, জামাইবাবুর শোবার ঘরটাকে বস্‌বার ঘর ক'রে সাজিয়ে রাখ্‌তে এবং আমাদের হল্‌-ঘরটায় ওঁর শোবার খাটখানা আমার খাটের সঙ্গে এক ক'রে বিছানা ক'রে দিতে;...মুখ্‌রির চোখে-মুখে বিদ্যুৎ খেলে গেল।

আমি বেশ সহজ ভাবেই তাকে বুঝিয়ে দিলুম, যে মেয়ে বড় হ'চ্চে, এক সঙ্গে আমাদের রাত্রিবাস ভাল দেখায় না, সেই জন্যই আমরা আলাদা থাকি।

মুখ্‌রি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌লে, তারপর দুষ্টুমীর হাসিতে মুখখানা

ভ'রে জিজ্ঞাসা করলে—মেয়ে ঘুমুলে আমি ও-ঘরে উঠে গেলে, ঐ ছোট বিছানায় এবং লেপে কষ্ট হয় না ?

সে তার নিজের সহজ, সরল বুদ্ধিতে ঠিক্ ক'রে নিয়েছিল, যে লীলা ঘুমুলে আমি ওঁর কাছে গিয়ে রাত্রিযাপন করি।

আমি লজ্জায় মরমে মরে গেলুম।...

কি ছাই কথা! কিন্তু বিষের প্রক্রিয়ার মত আমার অন্তরতলে মুখ্‌রির কথাগুলো যেন পাক খেতে লাগল।

— ৪ —

মুখ্‌রী বলে,—বাঙালী বেইমান !···

সে কবে কোন্ বাঙ্গালী যুবককে ভালোবেসেছিল,—যুবক মুগ্ধা বালিকাকে প্রলোভনে ভুলিয়ে তার পরিপূর্ণ যৌবনের রূপ-রস পান ক'রে শেষে একদিন তাকে ফেলে ঘরে ফিরে গেল !···তাই মুখ্‌রির বাঙালীর উপর রাগ ! অভিমানের মেঘ পুঞ্জীত হ'য়ে তরুণ বুকখানি তার ছেয়ে আছে। বালিকা হয়ত' অকপটে যুবককে ভালোবেসেছিল ; মনে করেছিল হয়ত' তার রূপ-যৌবনের নাগপাশে যুবককে চিরদিন বেঁধে রাখতে সক্ষম হবে—শেষে হতাশ হ'য়ে রুদ্ধ অভিমানের জ্বালায় বাঙালীর প্রতি এই আক্রোশ পুষে রেখে দিয়েচে।···

মুখ্‌রীর জীবনের সেই প্রথম ভালোবাসা ! সে প্রাণমন ঢেলে দিয়ে

তাকে ভালোবেসেছিল—যৌবন-লীলায়িত দেহখানা তাকে নিঃশেষে উৎসর্গ ক'রে যৌবনের আনন্দে মেতে উঠেছিল।…নিজের প্রথম যৌবনের প্রেমের কথা বল্‌তে বল্‌তে মুখ্‌রীর আয়ত চোখ দু'টি জলে ভ'রে আস্‌ত'।…

আমার কিন্তু হাসি পেত। মূর্খ বালিকা! কোথাকার কে বাঙালীর ছেলে দু'দিনের জন্য শিলংএ এসেছিল বেড়াতে। রূপ-যৌবনের পশরা নিয়ে পোড়ারমুখী মুখ্‌রী তার সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছিল—ভোগের বস্তুর মত শুধু তার দেহখানা সে তার কামনার আগুনে আহুতি দিলে।…তার মধ্যে প্রাণের সংযোগ ত' ছিল না।…মধুপিয়াসী তরুণ, পাহাড়ী বালিকার ফুলের মত রূপ যৌবনের মধুটুকু আকণ্ঠ পান ক'রে চ'লে গেল। আর এই পোড়ারমুখী মেয়ে প্রাণের কার্‌বার কর্‌তে গিয়েছিল—কোথাকার অজানা বিদেশীর সঙ্গে! সে তার জীবনের মধুটুকু তাকে অকাতরে পান করিয়ে নিজে হুলের বিষের যাতনায় ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগল'।…আজও সে ভুল্‌তে পারেনি সেই যুবকের নির্ম্মমতার কথা! আজও তার মন তাই বিষিয়ে আছে বাঙালীর প্রতি!…ঘৃণায়, বিদ্বেষে!…

খাশিয়াদের মধ্যে বিবাহের বন্ধন নেই,—স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রণয় হ'লেই তারা স্বামী-স্ত্রীর মত আচরণ করে। মূর্খ বালিকা কি ভেবেছিল যে সেই বিদেশী বাঙালী যুবক ঘর-সংসার ছেড়ে এই খাশিয়া পাহাড়ে তাকে নিয়ে সংসার পাতবে?

মুখ্‌রীর এই ছোট্ট প্রেমের কাহিনীটি মাঝে মাঝে কি জানি কেন আমার প্রাণের মাঝে দোল দিয়ে যেত'।

ঐ চপল হাসি! জ্যোৎস্নার মত—ঐ চোখ,…কুরঙ্গের মত

সচকিত চাউনিভরা ঐ চোখ·· কামনার দীপ্তিদ্যুতিতে ভরা, বিশ্ব সৌন্দর্য্যের ছায়া-আঁকা ঐ চোখ···ও চোখের নীচেও অশ্রুর নদী জমে আছে।·· পুরুষের নির্ম্মমতা, পুরুষের নির্লিপ্ততা, এম্‌নি কত নারীর বুকেই না ব্যথার পাহাড় গ'ড়ে তুলেচে। যুগ-যুগান্ত হ'তেই এই অত্যাচার নারী সয়ে আস্‌চে—গোপনে, নীরবে! আশা-আকাঙ্ক্ষায় বুক ভ'রে নারী পুরুষের লালসার তলে বলি দিয়েচে, তার নারীত্ব-ইন্ধন জুগিয়েচে তাদের কামনার আগুনে—রূপ দিয়ে, হাসি দিয়ে, গান দিয়ে, যৌবন-ঘেরা দেহ দিয়ে! যতদিন মধু পেয়েচে পুরুষ ততদিন তাকে কোন রকমে সহ্য ক'রেচে। তারপর?···

··নারী চিরদিনই প্রতিদানে পেয়েচে—পুরুষের তাচ্ছিল্য, ঘৃণা, অসূয়া!·· বুকে দীপের মালা গেঁথে নারী চিরদিন দেওয়ালির উৎসব শোভায় পুরুষের বুক ভরিয়ে তুলেচে,—আর, মোহের নেশায় বিহ্বল নয়নে পুরুষ নারীর মুখের পানে চেয়েচে! কাঙাল নারী, কৃতার্থ হ'য়ে বুকের মাঝে সেই আগুনের তাপ সয়েচে!.. এম্‌নি ভাবে পুরুষের ভোগের আরতি ত' নারী চিরদিনই ক'রে আস্‌চে—নিজের বুকে আগুন জ্বেলে! কিন্তু নিষ্ঠুর পুরুষ! তার প্রতিদানে দিয়েচে কি?···অভাগিনী মুখ্‌রীর মত এম্‌নি অবহেলা, এম্‌নি অপমান!··

একটা নিদারুণ মর্ম্মব্যথায় আমার বুকখানা ভেঙ্গে পড়্‌ত'—অবহেলার অপমানে!

মুখ্‌রির ব্যথার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে নিজের বুকের গোপন ব্যথাও যেন প্রতীক্‌ হয়ে চোখের সাম্‌নে জেগে উঠ্‌ত'। এম্‌নি অবহেলার

অপমান আমি ও ত' মুখ বুঁজে নীরবে সহ্য ক'রে আস্‌চি—করতে হবেও বোধ হয় জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত !···

তারপর হ'তে মুখ্‌রিকে দেখ্‌লেই যেন বুকের নীচেটা একটা অজানা ব্যথায় টন্‌ টন্‌ ক'রে উঠ্‌ত'—মুখ্‌রি যেন তার সন্ধানী চোখ্‌ দিয়ে আমার ব্যথার স্থানটি আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিল। ··

এক একদিন সন্ধ্যায় মুখ্‌রি যখন নিজে হ'তে আমার কাছটিতে ব'সে আমার গা হাত টিপে দিত'—স্নেহময়ী ভগ্নীর মত,—তার আগ্রহ ব্যাকুল প্রাণময়ী চোখদু'টি আমার মুখের উপর ঘুরে বেড়াত যেন কিসের সন্ধানে। আমি সে দৃষ্টির নীচে সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়্‌তুম !···বুকের নীচেটা কেঁপে ফুলে উঠ্‌ত'—উদ্গত অশ্রু আঁখির পিছনে ধাক্কা দিত। আমার উদ্ভ্রান্ত অধীর মন তাকে বুকে চেপে ধ'রে গোপন ব্যথার জায়গাটি দেখিয়ে দিতে চাইত। · কিন্তু মনকে আঁখি ঠেরে নিজেকে সাম্‌লে নিতুম··· এত বড় অপমানের কথা,—এত বড় লজ্জার কথা নারী হ'য়ে এই পাহাড়ী দাসীর কাছে বল্‌ব' কেমন ক'রে ? এ যে নারীর জীবন মরণের কথা !...

বাঙ্‌লোর বারান্দায় একটা 'টি'পয়ার সাম্‌নে বেতের চেয়ারে আমরা তিনজনে বেড়াতে যাবার সাজপোষাক ক'রে ব'সেছিলুম।

মুখ্‌রি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এল'। চায়ের সরঞ্জাম রেখে সে স্তব্ধ হ'য়ে অপাঙ্গে আমার পানে চাইলে !···

আমি একটা কালো 'ফার-কোট' সেদিন পরেছিলুম। সে প্রশংসা-মাখানো দৃষ্টিতে চেয়ে যেন বল্‌তে চাইলে⋯সুন্দর মানিয়েচে আমায়!⋯ আমি তার মুখের পানে চেয়ে জোর করে হাস্‌লুম—কিন্তু সে হাসির সঙ্গে বুক ঠেলে বেরিয়ে এলো একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস!

মুখ্‌রিও মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে ব'সে চা খেত'। তাতে তাঁর কোন কুণ্ঠা ছিল না। কিন্তু সেদিন সে চায়ের সরঞ্জাম রেখে চলে গেল—বস্‌লো না।

আমি চা ঢেলে দিচ্চি হঠাৎ সে ফিরে এল, একটা ফুলদানিতে কতকগুলো তাজা ফুল নিয়ে। ফুলদানটা টেবিলের মাঝে বসিয়ে দিয়ে—সে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বস্‌লো। তাকে চা দিলুম। কিন্তু সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না—সে চেয়ে ছিল জামাইবাবুর মুখের পানে! তিনি আপন মনে চা পান কর্‌ছিলেন।⋯কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে হঠাৎ মুখ্‌রী বিড়্‌ বিড়্‌ করে কি বলে ফুলদান হ'তে একটা ফুল তুলে নিয়ে আমার খোঁপায় পরিয়ে দিলে।

জামাইবাবু চোখ তুলে চাইলেন,—

মুখ্‌রী ভৎর্সনা মাখা দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চেয়ে কি বল্‌লে। তাঁর মুখখানা লজ্জায় লাল হ'য়ে গেল। মুখ্‌রি যেন তাঁকে বল্‌লে—'কী পুরুষ তুমি!—রূপের তারিফ্‌ কর্‌তে জান না—প্রণয়ের মর্য্যাদা বোঝ না!'⋯আমি ইঙ্গিতে লীলাকে দেখিয়ে তিরস্কার মাথান দৃষ্টিতে মুখ্‌রীর মুখের পানে চাইলুম। সে স্থির হ'য়ে ব্যাপারটা বোঝ্‌বার চেষ্টা করলে⋯

মুখ্‌রী সকালবেলা এম্‌নি ব্যাপারটা ক'রে বস্‌লো, যে সারাদিন যেন

তার ছায়াটা মন থেকে মুছে ফেল্‌তে পারলুম না। ভারী পাথরের মত বুকখানা চেপে ব'সে রইল, সেই চিন্তা! সহজভাবে জামাইবাবুর সঙ্গে কথা বল্‌তে পারলুম না—চোখ তুলে তাঁর মুখের পানে চাইতে পারলুম না।...বেড়াতে বেরিয়ে এম্‌নি নির্লিপ্ত হ'য়ে পড়লুম যে সহস্র চেষ্টা ক'রেও পূর্ব্ব লিপ্ততা ফিরিয়ে আন্‌তে পারলুম না।

সেদিন হাটবার। বড়বাজারে হাট হয়। আমরা ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে হাট দেখ্‌তে গেলুম। বৃহৎ হাট। সারি সারি খাশিয়া রমণীরা পণ্য নিয়ে দোকান সাজিয়ে ব'সে আছে। সবরকম জিনিষই পাওয়া যায় এই হাটে।

...ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পণ্যের বাজার। কোথাও শাক-সব্জীর বাজার, কোথাও মুর্গীর বাজার, কোথাও মাছের বাজার,—কোথাও কাপড়ের বাজার। কিন্তু বিক্রেতা সবই খাশিয়া রমণী। রূপের ফোয়ারা খুলে দিয়ে পণ্য নিয়ে ব'সে আছে—বিচিত্র পোষাকে দেহ আবৃত ক'রে। চোখ জুড়িয়ে যায়!

আমাদের বাজার কর্‌ত' কেশব। আমরা এম্‌নি ঘুর্‌তে এসেছিলুম। লীলাকে দু'একটা ফলমূল কিনে দিয়ে যখন আমরা সব্জীর বাজার থেকে বেড়িয়ে আস্‌চি—আমার দৃষ্টি পড়ল', অদূরের একটা গাছের তলায়!

গাছের ছাওয়ায় একখানা পাথরের উপর কেশব ব'সে আছে;—নীচে, তার পাশটিতে মুখ্‌রী বসে কম্‌লা লেবু ছাড়িয়ে তাকে খাওয়াচ্চে। মুখ্‌রী ব'সেচে কেশবের কোলের কাছে, গায়ে গা দিয়ে! তার আবেশ-ভরা চোখদুটি কেশবের মুখের 'পরে নেচে বেড়াচ্চে,—একটা গভীর

তৃপ্তিতে! হাসিতে ছোপান মুখখানি প্রেমের দীপ্তিতে ভ'রে উঠেচে!··· কেশবের মুখে-চোখেও তেম্‌নি তৃপ্তির ছায়া!···

আমার মাথার রক্ত নেচে উঠ্‌ল'—দেহের একপ্রান্ত হ'তে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত একটা প্রবাহ খেলে গেল—বিদ্যুৎ-রেখার মত। আমি কাউকে কিছু না ব'লে চোখ ফিরিয়ে নিলুম!

···প্রকাশ্য বাজারের কোণে এ কি প্রেমের অভিনয়! আমার চোখদুটো জ্বালা কর্‌ছিল।···

এই যে পোড়ারমুখী মুথ্‌রী সেদিন নিজের বিগত প্রেমের কাহিনী বল্‌তে বল্‌তে বাঙালী যুবককে বেইমান বল্‌লে, আবার এ কী?···আবার এই বাঙ্গালী যুবক কেশবের প্রেমে মজ্‌লো কি ব'লে?···

তবে কি পোড়ারমুখী রূপ-যৌবনের ব্যবসা করে?···নির্লজ্জা! কিন্তু ব্যবসাই যদি কর্‌বে, কেশবের কাছে কি মূল্যে বেচ্‌বে সে তার ঐ রূপের পশরা!···

নইলে কিসের আশায়, কী সাহসে সে কেশবের কাছে···

সেও ত' দু'দিন পরে আমাদের সঙ্গেই চলে যাবে—সেটা ত' মুথ্‌রী জানে ও বোঝে!

···তবে কি এ শুধু ক্ষণিকের একটা চাঞ্চল্য—একটা নিমেষের মোহ!—ভোগের বস্তু সাম্‌নে পেয়ে তাকে অগ্রাহ্য না ক'রে—অবহেলা না ক'রে ভোগ ক'রে নেয় প্রাণভ'রে! তার পরমায়ু যত কমই হোক্‌—যত স্বল্পায়ুই হোক্‌ সে সম্ভোগ!···

মানুষের জীবনও ত' ক্ষণিকের,—যৌবন ত' আরও ক্ষণিক—ক্ষণিক

জীবনের একটা অতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র! বেলা থাক্‌তে ত' তার সাধনা কর্‌তে হবে। ভোগের বুভুক্ষা থাক্‌তে তো ভোগ কর্‌তে হবে।...

এম্‌নি দুশ্চিন্তার জালে আচ্ছন্ন হ'য়ে সারাদিনটা কেটে গেল। মুখ্‌রীকে নিরালায় পাবার জন্য মনটা অধীর হ'য়ে উঠ্‌ল'। কেশবকেও লক্ষ্য করলুম কতবার,—কিন্তু কোথাও এতটুকু দ্বিধা সঙ্কোচের ছায়া দেখ্‌তে পেলুম না। একটা গভীর স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তিতে তার তরুণ মুখখানি পূর্ণ!

· রাত্রে খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে মুখ্‌রিকে ডাক্‌বার জন্যে বাইরে এলুম। ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই শুনলুম, মুখ্‌রী গুণ্‌ গুণ্‌ করে গান গাইচে। মনে কেমন একটা কৌতুহল হ'ল—দেখিনা ওরা কি করচে! তাই মুখ্‌রিকে না ডেকে পা টিপে টিপে একেবারে রান্নাঘরের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম! ··যা দেখ্‌লুম তাতে আমার মাথাটা ঘুরে গেল—সারা দেহটা থর্‌ থর্‌ করে কেঁপে উঠ্‌ল।...

কেশবের কোলের উপর মুখ্‌রি ব'সে ;—কেশব তার মুখে খাবার তুলে দিচ্চে—সে খাচ্চে, হাস্‌চে, গুন্‌ গুন্‌ ক'রে গান গাইচে'—চুম্বনে কেশবের মুখখানি ভ'রে দিচ্চে!...আমি এক মুহূর্ত্ত পাথর হ'য়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম। কী সে প্রেমের অবাধ লীলা!

...আমি এক রকম টল্‌তে টল্‌তে সেখানে হ'তে চ'লে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লুম।—

সেই কন্‌কনে শীতের দেশেও আমি ঘেমে উঠ্‌লুম।·· সারারাত বিছানায় পড়ে ছট্‌ফট্‌ কর্‌লুম। ঘুম এলো না।

— ৫ —

মুখ্রীর মত বদ্‌লে গেচে···

সে এখন বলে, কেশবের মত বাঙালী সে দেখেনি। এবং বাঙালা সম্বন্ধে তার পূর্ব্বের ধারণাটাও মন হ'তে মুছে গেছে, কেশবের সঙ্গে পরিচয়ের পর হ'তে। এখন সে কেশবের প্রেমে আত্মহারা!—কেশবের প্রেম তার পুষ্পিত যৌবন-মালঞ্চে বসন্তের মলয় হিল্লোল বইয়ে দিয়েচে। সে ময়ুরীর মত আনন্দে নৃত্য করে বেড়ায়, সর্ব্বক্ষণ!···এই ক'টি দিনে সে যেন আরও সুন্দর আরও প্রফুল্ল হ'য়ে ফুটে উঠেচে।—তার উদগ্র ইন্দ্রিয়গুলো যেন যৌবনের উৎসবে মেতে উঠেচে। ক্ষণিকের আনন্দের মত্ততায় ভবিষ্যৎকে এমনভাবে উপেক্ষা করে কেমন ক'রে? আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে তার মুখের পানে চেয়ে ভাবতুম।···

ভাব্তুম বালিকার পরিণামের কথা,—যখন কেশব চ'লে যাবে, যখন চোখ্ মেলে সে দেখবে, তার উৎসবের বাঁশী থেমে গেছে, আলো নিবে গেছে! তখন এই আনন্দ উৎসবের স্মৃতি কী কঠিন হ'য়েই না তার কোমল বুকে বাজ্বে।...

একদিন নিরালায় পেয়ে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম। বল্লুম, কেশব দরিদ্র—দু'দিন পরে সে চলে যাবে,—আমাদের সঙ্গে।...

কেশবকে দরিদ্র বলায় সে আমার উপর চটে গিয়েছিল'। সেই দিন আমি বুঝেছিলুম কেশবের নিন্দা মুখ্রী সইতে পারে না। আর কেশবের যাওয়ার কথার উত্তরে সে ব'লেছিল—সে যাবে না, তবে আমরা যদি জোর ক'রে তাকে নিয়ে যাই, সে স্বতন্ত্র কথা! শেষে ছলছল চোখদু'টি আমার মুখের উপর তুলে ধ'রে বলেছিল—অদৃষ্টে যা আছে হবে!

অনুসন্ধান করে জান্লুম,—মুখ্রী রাত্রে বাড়ী ফেরে না। কেশবের ঘরেই রাত্রিযাপন করে।...বাড়ীর মধ্যে যে এমনি একটা প্রেমের গোপন লীলা চলেছে, সে সংবাদ ও বোধ হয় পৌছোয় নি, জামাই বাবুর কানে!

তিনি বেশ নিশ্চিন্ত আলস্যে আপনার দিনগুলি কাটাচ্ছিলেন নিজের ভাবের নেশায় মগ্ন হ'য়ে,—বেড়ান' আর খাওয়া। মানুষের এই শরীরের নীচে যে মন আছে এবং সেই মনের স্পন্দন আছে,—বুভুক্ষা আছে, সে বিষয়ে বেশ নির্লিপ্ত হ'য়েই থাকৃতেন। ..এম্নি রাগ আমার হ'ত!

সে দিন "হাতি-ঝোড়া" (Elephanta Falls) র পথে মটরে ওঁকে বল্লুম,—তোমার কেশবটি আর ফিরচে না বোধ হয়।

উনি বেশ গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন—বোধ হয়—

আমি বিস্মিত হ'য়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—কি, বোধ হয়?

—বোধ হয় কেশব আর ফিরবে না আমাদের সঙ্গে—

আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—কেন বলত'?

তিনিও আমার মুখের পানে চেয়ে হাসলেন। বললেন—প্রেমের দায়ে।

আমি লজ্জায় মুখ নত করলুম।

তিনি বললেন, আমি অন্ধ নই, নিভা! তুমি কি মনে কর' নিভা আমি চোখ বুজে দুনিয়ায় বাস করি,—না, আমি এতই বুড়ো হয়ে গেছি যে জীবনের ঐ সব সূক্ষ্মবৃত্তিগুলো আমার অনুভূতিকে স্পর্শ করে না?··· তবে···

তিনি মৌন হ'য়ে রইলেন। একটা কুণ্ঠার চাপে আমি অবনত মুখে স্থির বসে রইলুম।—

তিনি সহসা যেন প্রসঙ্গটা বদলে নিয়ে সকৌতুকে বললেন—মুখ্রির যা রূপ, কেশবকে কেন ইচ্ছে করলে কেশবের মনিবকে ও সে ঘাল্ করতে পারত'।

আমি হেসে ফেললুম।

তিনি সহসা একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বললেন—উঃ! এই কথা তোর দিদির কাছে বললে, সে কি করত বল্ দেখি নিভা!···

কে যেন সজোরে আমার পিঠে চাবুক মারলে! সেই আঘাতের

যাতনা বুকে চেপে আমি বাইরের অসীম, উদার প্রকৃতির পানে চাইলুম !···
রাগে অভিমানে আমার সর্ব্বশরীর রি রি করে উঠ্‌ল'। আমার মনে হ'ল
আমি বলি,—আমি ত' দিদি নই ;—সে কি করত' না কর্‌ত' আমি কেমন
করে বল্‌ব ··

উনি কিন্তু নিজের ভাবে মগ্ন হ'য়েই বল্‌লেন,—বাসরে ! তাহ'লে কুরু-
ক্ষেত্র বাধিয়ে দিত' !

···এ কি জ্বালা ! এ বিষ আমার বুকে ঢেলে দেবার অর্থ কি ?
···আমি রাস্তার পাশের গভীর খাদের পানে চেয়ে একটা অরুন্তুদ যাতনায়
ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌লুম।

মটরের উপর একখানা সজল মেঘ ভেসে এসে আমাদের ভিজিয়ে
দিয়ে গেল।···

৫

এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে গিয়ে শীতটা সে দিন খুব জোরে পড়েছিল।
আমাদের ফিরে যাবার আর তিন দিন মাত্র বাকি। আমি কতকগুলো
কাপড়-চোপড় গোছগাছ ক'রে সুটকেশে ভরছিলুম। উনি ষ্টেশনে
গিয়েছিলেন গাড়ী রিজার্ভ কর্‌বার বন্দবস্ত কর্‌তে।···

মুখ্‌শ্রী হাসিতে মুখ চোক ভ'রে একরকম নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরে এসে
আমায় সংবাদ দিলে—কেশব আমাদের সঙ্গে ফির্‌বে না। সে প্রতিশ্রুত
হয়েচে।···

আমি বিস্ময়ে তার মুখের পানে চাইলুম। সে গুন্‌ গুন্‌ ক'রে
একটা গান গাইতে লাগ্‌লো।

কেশবের সন্ধান করলুম। সে বাইরে কি কাজ করছিল। মুখ্‌রী তার হাতে ধরে টান্‌তে টান্‌তে আমার সামনে তাকে হাজির করলে।... সে অধোবদনে আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। আমি তার মুখের পানে চেয়ে ডাক্‌লুম—কেশব!

কেশবের দু'চোখে অশ্রুর বান ডাক্‌ল'—সে বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে সাড়া দিলে,—মাসীমা!

মুখ্‌রী স্তব্ধ হয়ে বিস্মিত-আতঙ্কে আমাদের মুখের পানে চাইলে।...

—মুখ্‌রী বল্‌চে তুমি নাকি ফিরবে না আমাদের সঙ্গে?

আমি সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাইলুম। সে কোন কিছু না বলে আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে বালকের মত ফুঁপিয়ে কাঁদলে।...

তার কান্না দেখে আমার চোখ ভিজে এল।...

একটা অপরিসীম আনন্দের বিভায় মুখ্‌রির মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কেশব চোখ মুছতে মুছতে ভাঙ্গা গলায় বল্‌লে—হতভাগা ছেলের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন মাসি মা! বাবুকে বুঝিয়ে বল্‌বেন—

তারপর খাশিয়া ভাষায় মুখরীকে সে কি বল্‌লে। এই এক মাসের মধ্যেই কেশব খাশিয়া ভাষাটার কিছু আয়ত্ত করে নিয়েছিল।

মুখ্‌রী কেশবের হাত ধ'রে আমার পায়ের কাছে মাথাটি নত করলে। আমি অশ্রুসজল চোখে তাদের চিবুক স্পর্শ করলুম।

..নির্ল্লজ্জা মুখ্‌রী পোড়ারমুখীর কাণ্ড দেখে আমি অবাক! সে

আনন্দের আতিশয্যে কেশবকে সহসা আলিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে চুম্বন করলে, —আমার সাম্‌নে ।

কেশব ত্র্যস্তে তার আলিঙ্গন হ'তে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে পালিয়ে বাঁচল' ।—মুখরীর চপল হাসিতে ঘরখানা ভ'রে গেল ।

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে কেশব মটর-ষ্টেশনে এসে উদ্গত অশ্রু রোধ কর্‌তে পার্‌লে না—লীলাকে কোলে নিয়ে সে কী কান্নাই কাঁদ্‌লে। মুখ্‌রীও চোখ মুছলে। আমারও চোখ্‌ দু'টো জলে ভ'রে এল'।

উনি কিন্তু কেশবের সঙ্গে কথা কইলেন না। তাঁর নির্ম্মমতা আমায় ব্যথিত ক'রে তুল্‌লে।

আমি কিন্তু আমার অন্তরের নীরব আশীষধারা ঢেলে দিয়ে প্রণয়ীযুগলের মঙ্গল কামনা ক'রেছিলুম্‌।

— ৬ —

আবার সেই বাড়ী! সেই ঘর!

দিদির স্মৃতিভরা, তার পরিত্যক্ত সংসার! এখানে আমার বল্‌তে কিছু নেই—নিজেকে প্রতিষ্ঠা কর্‌বার এতটুকু স্থান নেই।

শিলং এ তবু নিজের হাতে সেই ছোট্ট সংসারটি পেতেছিলুম—মাঝে মাঝে মনে ভাব্‌তে পারতুম যে সে সংসারের কর্ত্রী আমি। শিলং হ'তে ফিরে এসে মনে হ'ত যেন মায়াপুরী হ'তে একেবারে মর্ত্ত্যের কঠিনতায় নেমে এলুম।

…মুখ্‌রী কেশবের প্রণয়লীলা, তাদের সেই সজীব, সরস প্রাণের নব নব বাসনা প্রাণে একটা বৈচিত্র্য এনে দিত। মুখ্‌রী যেন মূর্ত্তিমতী কামনা! সে তার রূপের সৌরভে,—ফেনিল যৌবন মদিরের মাদকতায়,

তাজা প্রাণের পুলক-পরশে, অপরিজ্ঞাত যুবক কেশবকে প্রেমের কঠিন নিগড় দিয়ে বাঁধ্‌লে।

সফল তার সাধনা! সার্থক তার রূপ-যৌবন!

...পুরুষ যদি তরুণ-প্রাণের একাগ্রতা দিয়ে, নারীর রূপের উপাসনা না কর্‌লে,—যৌবনের সাধনা না কর্‌লে,—বৃথাই তার নারীজীবন!

...মুখ্‌রী কেশবকে পেতে চেয়েছিল, সহস্র বাধাবন্ধন সত্ত্বেও সে জয়ী হ'ল। কেশব ত' তার ভালোবাসা অবহেলা ক'রে ফিরে আস্‌তে পার্‌লে না।

উনি বলেন, কেশবের এ একটা ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা!—এ অধঃপতন!...তাই কি?—

শিলং হ'তে ফের্‌বার পর,—কি জানি কেন কিছুতেই মনের মাঝে যেন পূর্ব্ব শান্তি ফিরে পেতুম না। যে উৎসাহ নিয়ে সংসারে চলাফেরা কর্‌তুম,—হাসি আনন্দের অজস্র ধারায় সংসারটিকে সজীব ক'রে তোল্‌বার প্রয়াস পেতুম,—সে উৎসাহ যেন নিভে গিয়েছিল।...আমি নিজেই বুঝ্‌তে পারতুম! আমার মনে হ'ত যেন প্রাণটা কিসের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নির্জ্জীব হ'য়ে পড়চে। কেমন একটা অবসাদের ভারে প্রাণটা ভারী হ'য়ে থাকৃত'!...

...আমার বন্ধু-বান্ধব, পাড়ার বৌঝিরা এসে যখন আমার কাছে তাদের স্বামীর কথা, স্বামীর ঘরের কথা বল্‌ত—'আমার' স্বামী 'আমার' ছেলেমেয়ে 'আমার' ঘর—কথাগুলি উচ্চারণ কর্‌ত—অবাধে বিহ্বল

প্রাণের অন্তরতম প্রদেশ হ'তে, আমি তখন নিঃশব্দে তাদের পানে চেয়ে ব'সে থাক্‌তুম। একটা কিসের দারুণ অভাব বুকের মাঝে খচ্‌ খচ্‌ ক'রে কাঁটার মত বিধ্‌তে থাক্‌ত'। একটা রিক্ত শূন্যতায় প্রাণটা হা-হা ক'র্‌তে থাক্‌ত'। কিন্তু কোন্‌খানটায় কিসের যে অভাব ঠিক্‌ যেন বুঝে উঠ্‌তে পারতুম না। তাদের স্বামীর ভালোবাসার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার হৃদয়ের নিভৃত কোণের একটা সুপ্ত প্রাণী সজাগ হ'য়ে উঠে পিঞ্জরাবদ্ধ হিংস্র পশুর মত নিস্ফল আক্রোশে মনের এ কোণ থেকে ও কোণ পর্য্যন্ত ছুটোছুটি কর্‌তে থাক্‌ত'।

আমার সমবয়সী যারা তাদের সকলেরই ছেলেমেয়ে হয়েচে, তাদের স্বামীর ভালোবাসার সাক্ষ্য স্বরূপ সেই দেবদূতের দল তাদের কোল জুড়ে ব'সে আছে দেখ্‌তুম, আর আমার চোখদুটো জ্বালা কর্‌তে সুরু কর্‌ত'— বুকের মাঝে কিসের একটা প্রবল ক্ষুধা হা হা ক'রে আমায় বিব্রত ক'রে তুল্‌তো।

···তারা সকলেই 'মা'!

···পাশের বাড়ীর রায়েদের বউ,—সেও আমারই মত তার দিদির পরিত্যক্ত স্বামিটিকে আশ্রয় ক'রে পূর্ণতা লাভ ক'রেচে;—সেও আজ পুত্রের জননী! কৈ, তার মনের মাঝে ত' কোথাও এতটুকু অপূর্ণতার সাড়া পাই না। সে ত' তার নারী হৃদয়টিকে বেশ সার্থকতায় ভরিয়ে তুলেচে।

এতদিন পরে কি জানি কেন আমি মাঝে মাঝে আমার হৃদয়টাকে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখ্‌তে চেষ্টা করতুম;—কোথায় এর অভাব— কিসের অভিযোগে প্রাণটা এমন ভারী হ'য়ে থাকে!

গরম ব'লে জামাইবাবু ছাতে ঘুমুচ্ছিলেন। আমরা আমাদের ঘরেই শুয়েছিলুম। গরমের জন্য ঘুম আস্‌ছিল না, হঠাৎ কি ভেবে ছাতে উঠে এলুম।

...রাত্রি তখন প্রায় দু'টো।

...জ্যোৎস্নার আলোয় ছাত ভরে গেছে। আকাশের বুকে জ্যোৎস্নার জোয়ার!...চারিদিক স্তব্ধ, নিঝুম! ছাতের টবে জুঁই ও বেলের গাছগুলো ফুলে ভ'রে গিয়েচে। তাদের স্নিগ্ধ গন্ধ বুকে ধ'রে শীতল নৈশ বায়ু আমার গায়ে লুটোপুটি খেয়ে গেল।

...সেই জ্যোৎস্নার রাজত্বে, নিদ্রিত স্বামীর মুখের পানে চেয়ে,—অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলুম।...

...হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল,—পাশের বাড়ীর খোলা জানালার পানে! মাগো! রা'য়েদের বউটা ঘুমুচ্চে দেখ! স্বামীর নিবিড় আলিঙ্গনের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে,—গভীর নিদ্রায় মগ্ন!

... আলোটা নিবিয়ে দেয় ত'!

...আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত তাদের পানে চেয়ে সেইখানে পাথর হ'য়ে গেলুম—আমার চোখের দৃষ্টি সোজা তীরের মত গিয়ে সেই নিদ্রিত দম্পতীকে বিদ্ধ ক'রে সেইখানেই পড়ে রইল;—আমার চেতনা বিলুপ্ত হ'য়ে এল'।

...কী গভীর তৃপ্তিতে বুক ভ'রে বউটা ঘুমুচ্চে!...কতক্ষণ যে সেইখানে সেইভাবে দাঁড়িয়েছিলুম জানি না, তবে আজও মনে পড়ে, হঠাৎ আমার নিদ্রিত স্বামীর একখানি হাত আমার পায়ের উপর এসে

পড়তেই আমার সংবিৎ ফিরে এলো।···আমি লজ্জায় মরে গেলুম।··· কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে, ধীরে ধীরে স্বামীর পায়ের উপর মাথাটি ঠেকিয়ে বস্‌লুম !

···যখন উঠ্‌তে গেলুম, তখন মাথা ঘুর্‌চে, উঠে দাঁড়াতে পারলুম না ! সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠ্‌ল', দেহের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হ'য়ে মাথার পানে ঠেলে উঠ্‌তে লাগল। বুকের নীচেটা পাঁজরের গায়ে এঁটে ব'সে গেল !

নিদ্রিত স্বামীর জ্যোৎস্নাভেজা মুখের পানে চেয়ে দেহ-মনে এম্‌নি একটা তুমুল ঝড় উঠ্‌ল' যা পৃথিবীর যে কোন কালের বিরাট ঝড়ের তুলনায় হীন নয় !

··ঐ ধপ্‌ধপে উন্মুক্ত পরিপুষ্ট বুক,—জ্যোৎস্নার ধারা নেমে এসে যেখানটিতে শান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে আছে,—মাগো ! লজ্জার কথা, ঐ খানটিতে একটু স্থান পাবার জন্য লোভ হ'তে লাগ্‌ল'।···কী দুর্ব্বার সে লোভ !···আমায় বিপর্য্যস্ত করে তুল্‌লে।···

মনে হ'তে লাগল', ঐ রায়েদের বৌয়ের মত যদি অম্‌নি পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে এই প্রশান্ত বুকের মাঝে লুটিয়ে দিতে পারি, তাহ'লে বুঝিবা সব জ্বালা নিভে যাবে।···

···দেহের মাঝে যে এমন সব শত্রুরা এতদিন ঘুমিয়েছিল তা কে জানে !—আজ সুযোগ বুঝে তারা সব এক সঙ্গে জেগে উঠে দারুণ আক্রোশে গর্জ্জন করতে লাগল। · উঃ ! এরা কি আমায় পাগল ক'রে তুল্‌বে ?

·· এ যন্ত্রনার কাছে লজ্জা ? ভেসে যাক্‌···

··একেবারে তাঁর মুখের কাছটিতে এসে পড়েছিলুম ;—আমার উদ্যত, অধীর ঠোঁট দুখানা উন্মাদ আগ্রহে থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছিল !—আমার উত্তপ্ত অঙ্গের উপর স্বামীর শীতল নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল'—

ওকি ?···

···একটা তারা আকাশের বুক গড়িয়ে মাটিতে খসে পড়ল ! সহসা কার তুষার-শীতল করস্পর্শে যেন সমস্ত দেহখানা হিম নির্জ্জীব হ'য়ে গেল।···দিদির স্মৃতি যেন একখানা ভারী পাথরের মত সজোরে বুকের মাঝে চেপে বস্‌ল'।

···দিদি কি তবে সব দেখতে পাচ্চে ?

···ছিঃ ! ছিঃ ! চোরের মত গভীর রাত্রে এ কী কাজ কর্‌তে ব'সেছিলুম ! কার গচ্ছিত ধন আত্মসাৎ কর্‌তে এসেছিলুম। কী জঘন্য বৃত্তি এ ! নির্লজ্জা ! এর আগে তোর মরণ হ'লো না কেন ? ··

মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম, যেমন ক'রে হোক্, এ নীচ বৃত্তিকে দমন কর্‌ব'। মনে মনে দিদিকে স্মরণ ক'রে, উদ্দেশ্যে তাঁর চরণে প্রণাম জানিয়ে তার ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌লুম।

···যেখানে দিদির সত্যিকার আসন,—যে আসন এখন' তারই স্মৃতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে,—সেখানে জোর ক'রে নিজেকে বসিয়ে, সে পবিত্র আসন কলুষিত করবার চেষ্টা জীবনে করব' না। নারী হ'য়ে সতীলক্ষ্মীর পবিত্র স্মৃতিকে এমন ক'রে আর কখনও অপমান করব' না।···

···কিন্তু হায়রে প্রতিজ্ঞা ! হায়রে নারীর মন ! ধন্য তোর কাঙাল বৃত্তি···

সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার সময় লীলাকে একটা নতুন গান শেখাচ্ছিলুম। লীলা অর্গানের সাম্‌নে ব'সে গাইছিল,—

…"গন্ধ রেখে যায়, মধুবায়ে
মাধবী বিতানের ছায়ে ছায়ে।
ধরণী শিহরায় পায়ে পায়ে
কলসে কঙ্কণে কিনী কিনী। "

লীলার গলার স্বরটি বেশ মিষ্টি! গানের সুর তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে মিশে একটা মাদকতায় সন্ধ্যাবাতাস ভ'রে দিলে। আমি আবিষ্টের মত বসে তার গান শুন্‌ছিলুম।…সেই সময় জামাইবাবু ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, কেশব চিঠি লিখেচে—মুখরীও তোমায় একখানা চিঠি লিখেচে।

চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে তিনি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে পাশে বস্‌লেন।…

কেশবের চিঠি পড়্‌লুম। মুখ্‌রীর চিঠি ও কেশবের হাতে লেখা! তারা সুখে, মনের আনন্দে আছে। দু'জনে মিলে তারা একটি মনোহারী দোকান খুলেচে—দোকান বেশ চল্‌চে। এবং তাদের আনন্দের মেলা পূর্ণ কর্‌তে শীঘ্রই একটি নূতন অতিথি আস্‌চে!…আনন্দে আমার বুকখানা ভ'রে উঠ্‌লো, কিন্তু সে আনন্দের উৎসাহ নিভে গেল, জামাইবাবুর মুখের পানে চাইতেই!…

আমিও মনের মাঝে কেমন একটা দুর্ব্বলতা কিছুদিন হ'তে লক্ষ্য কর্‌ছিলুম—কোন স্বামী-স্ত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা কিছুতেই আমি তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কইতে পার্‌তুম না ;—পাছে নিজের অতৃপ্ত অন্তরের দৈন্যতা ওঁর সাম্‌নে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।···

আমি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসে বুকখানা হাল্কা ক'রে নীরবে নতমুখে ব'সে রইলুম।···

সহসা যেন কোথা হ'তে একটা অস্বস্তির মেঘ ভেসে এসে বুকখানাকে আঁধার ক'রে তুল্‌লে।···কিছুক্ষণ নীরব হ'য়ে থেকে উনি লীলাকে গাইতে বল্‌লেন। লীলা গাইলে ;—

"মোদের গরব, মোদের আশা
আমারি বাংলা ভাষা,
তোমার কোলে, আমার বোলে,
কতই শান্তি ভালোবাসা।

কি যাদু বাংলা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আন্‌লে মালা জগৎ জিনে,
তোমার চরণ তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা।···"

গানের ভাবে, ভাষায়, গাইবার ভঙ্গীমায় মনের মেঘটা কেটে এসেছিল। গানের শেষে, লীলা বাইরে গেলে, উনি বল্‌লেন,—এর জন্যে যা কিছু

প্রশংসা, সবই নিভা, তোমার প্রাপ্য! তুমিই মেয়েটাকে মানুষ করলে! তুমি যদি না থাক্‌তে ওর যে কি হ'ত ভেবে শিউরে উঠি।

জামাইবাবুর কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে এল'। আমার মনটা কিন্তু কি-জানি কেন সহসা ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল'।

আমি বল্‌লুম,—ধন্য হ'লুম এইটুকু শুনে। কর্ত্তব্য করতে এসেচি—কর্ত্তব্য ক'রে যেতে পারলেই বাঁচি—

আরও কতকগুলো কড়া কথা কণ্ঠ হ'তে ঠেলে উঠে মুখের মাঝে মিলিয়ে গেল।...উনি স্তব্ধ বিস্ময়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

— ৭ —

প্রত্যহ বৈকালে স্বামীর শয্যাটিকে নিজের হাতে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে আস্তুম।

...সেদিন কি জানি কেন স্বামীর পালঙ্কের উপর উঠতেই, হঠাৎ সেই শুভ্র কোমল শয্যাটির এক পাশে একটু স্থান পাবার জন্য প্রাণটা যেন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল।...

দুপুর হ'তে অশ্রান্তধারে বৃষ্টি হ'চ্ছিল। ধূমল মেঘের ঘন আবরণে আকাশ আচ্ছন্ন। বৈকালেই, সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এসে ঘরখানাকে আঁধার করে তুল্‌ছিল...আমি বিছানাটা পরিষ্কার ক'রে, জানলার সার্শিগুলো এঁটে দিয়ে কেমন লোভ সামলাতে পারলুম না...স্বামীর মাথার বালিশটাকে বুকে চেপে ধ'রে পালঙ্কের উপর আড় হ'য়ে শুয়ে পড়লুম।

…মরণ! এতেই যদি এত তৃপ্তি তবে মরতে নিজে হ'তে এ পথ বন্ধ কর্‌লুম কেন—নিজের পায়ে নিজে এমন ক'রে কুড়ুল মার্‌লুম কেন? নইলে ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ আমার ত' এ অধিকার ছিল—কেউ ত' আমায় বঞ্চিত ক'র্‌তে পারত না।

কিন্তু এখন যে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। পাঁচ বৎসর পরে কেমন ক'রে এই কাঙাল অন্তরের অন্তরতম দেশটা তাঁকে দেখাব?…ছিঃ! এ কী দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা এসে আমার দেহ-মনকে আশ্রয় কর্‌লে?

তবে কি সত্যই আমি জামাইবাবুকে ভালোবেসেছি!

নইলে এতকালের মজা নদীতে জোয়ারের জল ঢুক্‌ল' কেমন ক'রে? এ যে সব ভাসিয়ে দিয়ে কাণায় কাণায় ভরে উঠেচে!

এম্‌নি যখন স্বামীর শয্যায়, ঠিক্ তাঁরই জায়গাটিতে শুয়ে, তাঁর মাথার বালিশটাকে বুকে চেপে ধরে গভীর তৃপ্তিতে সুখস্বপ্ন দেখচি, হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল দেওয়ালের গায়ে দিদির সেই বড় তৈলচিত্রখানার পানে! সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা আতঙ্কে সমস্ত প্রাণটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠ্‌ল'—আমি সোজা তীরের মত উঠে বিছানা থেকে নেমে এলুম।

…সেদিনের কথা মনে হ'লে আমার মনটা গ্লানিতে ভরে ওঠে—আমি লজ্জায় মরে যাই! কিন্তু বুকের গোপন কথা বল্‌তে বসেচি যখন, সত্যের অপলাপ কর্‌ব কেমন করে?

—হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলুম, বিছানার ওপর হ'তে এক রকম লাফিয়ে নেমে এলুম—বিদ্বেষের বহ্নি অগ্ন্যুৎপাতের মত সহসা বুকের মাঝে জ্বলে উঠে আমায় পোড়াতে লাগল'।

এ কী শক্রুতা!···ছবিখানার পানে চেয়ে চেয়ে আমার চোখ দু'টো জ্বালা করতে লাগ্‌ল'···

ইচ্ছে হ'ল সেই দণ্ডে ছবিখানাকে সেখান হ'তে নামিয়ে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিই—যাতে ওর চিহ্ন পর্য্যন্ত আর উঁনি দেখ্‌তে না পান,—আর আমাকেও ঐ তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টি সহ্য করতে না হয়। ঋণের শেষের মত শক্রুর শেষ কর্‌ব'—ওর স্মৃতি বাড়ী হ'তে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে দেব।··

সেদিন, এখনও বেশ মনে পড়ে, চীৎকার ক'রে, ছবিখানার উদ্দেশ্যে বল্‌তে ইচ্ছে হ'য়েছিল,—"হয় তোমার স্মৃতি এ বাড়ী হ'তে মুছে ফেল্‌তে হবে, নয় আমায় আত্মহত্যা ক'র্‌তে হবে। এই আগুনের মাঝে জ্বলে জ্বলে আর এম্‌নি ক'রে আমি বাঁচ্‌তে পারব' না।"

···সেই সময় আমায় ডাক্‌তে ডাক্‌তে লীলা ঘরে ঢুক্‌ল। সে আমার মুখের পানে চেয়ে আড়ষ্টের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। তার মুখে চোখে আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠল'। আমি নিজেকে সংযত কর্‌তে পার্‌লুম না, লীলাকে বুকের মাঝে চেপে ধ'রে কেঁদে উঠলুম।···

আজও আমি ভেবে উঠ্‌তে পারি না যে অতবড় অমঙ্গলের কথা কেমন ক'রে মনের মাঝে বাসা বেঁধেছিল।

···কোন্ স্মৃতিটা আমি তার মুছে দেব, সর্ব্বত্রই যে সে।

···তার স্বামী···তার মেয়ে···তার ঘর!···এ বাড়ীর প্রতি ধূলিকণা যে তাব স্মৃতি-বিজড়িত!···

কাজকর্ম্ম শেষ ক'রে রাত্রে যখন শুতে এলুম,—লীলা তখন ঘুমিয়ে

পড়েচে।···তখন' অশ্রান্তধারে তেম্‌নি বৃষ্টি হচ্চে! বাইরে অন্ধকারের বুক চিরে মুহু র্মুহুঃ বিদ্যুৎ খেলে যাচ্চে,—উদ্দাম ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টিতে ভিজে একটু আশ্রয় পাবার জন্যে বন্ধ দরজা জানালাগুলোয় বড় কাতরভাবে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যাচ্চে!

কী দুর্য্যোগ প্রকৃতির বুকে! মত্ত প্রকৃতির মতই আমারও বুকের নীচে একটা মত্ততা জেগে উঠে দাপাদাপি করতে লাগল। ভিজে বাদল হাওয়ার মত কিসের একটা ঝড় উদ্দাম হয়ে চিত্ততলে হাহা করে ঘুর্‌তে লাগল।

ঘরের বদ্ধ বাতাসে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ল—একটু মুক্ত বাতাস পাবার লোভে একটা জান্‌লা খুলে দাঁড়ালুম।—দম্‌কা হাওয়া এক ঝাপ্‌টা বৃষ্টি বুকে নিয়ে আমার মুখে চোখে ছড়িয়ে পড়ল—কতকগুলো কুঁচো চুল মুখের উপর ঝাঁপিয়ে এল। মুখের উপর হতে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বাইরের সীমাহীন আঁধারের পানে চেয়ে রইলুম।

উপরে কয়লা-কালো জমাট আঁধারের বিরাট রাজ্য! দৃষ্টি প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। রাস্তার গ্যাসের আলোগুলো বৃষ্টির পর্দ্দার নীচে মিট্‌মিট্‌ ক'রে জ্বলচে।—আলোক-রশ্মি বৃষ্টির অশ্রান্তধারার বুকে ঝিক্‌মিক্‌ কর্‌ছিল;—ঝর্‌ণার বুকে আলোকমালার মত!···

বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় যখন সারা দেহটা ভিজে উঠেচে তখন জানলাটা বন্ধ করে ঘরে এলুম।

কাপড় বদ্‌লে শুয়ে পড়্‌লুম। ঘুম এল' না। একখানা বই টেনে নিয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লুম। কিন্তু বইয়ে মন বস্‌লো না।

মন যেন ছুটে বেরিয়ে যেতে চায়—ঐ উন্মুক্ত ঝড়ো হাওয়ার মত, বৃষ্টির ঝর্‌ণা ধারায়! অম্‌নি বাইরের দুর্য্যোগের সঙ্গে মিশে মত্ত আবেগে মাতামাতি কর্‌তে চায়!—

বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দের তালে তালে বুকের নীচেটাও দাপাদাপি কর্‌ছিল '—বৃষ্টির ধারার মতই অবিশ্রান্ত, অবিরাম!···

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে ঘুমুবার চেষ্টা কর্‌লুম।—

ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখ্‌লুম।

বিচিত্র স্বপ্ন!

বাদসাহী যুগ—যে যুগে নারী পণ্যের মতই হাটে বিক্রি হ'ত।

এক ইরাণী তরুণীকে এক সওদাগর হাটে বিক্রী করতে নিয়ে গেল। ইরাণীর রূপের পাশে আর সব তরুণীর রূপ যেন চাঁদের পাশে তারার মত ম্লান হয়ে গেল।···

···বাদশাহ্ সপারিষদ হাট দেখ্‌তে এল। ইরাণীর রূপের আলোয় বাদশার চোখ ঠিকরে গেল। সহস্র আস্‌রফী মূল্য দিয়ে ইরাণীকে কিনে, বাদশা সসম্মানে হ্যারেমে তাকে স্থান দিলে। ইরাণীর আনন্দ ধরে না। তরুণ বাদশার রূপ দেখে ইরাণী মুগ্ধ হ'ল।

বাদশার হ্যারেমে বসে ইরাণী প্রেমের স্বপ্ন দেখে। তরুণ হৃদয়ের উদ্দাম কামনা কানায় কানায় ভ'রে ও'ঠে। বুকের মাঝে প্রেমের বাতি জেলে—রূপের ফোয়ারা খুলে দিয়ে ইরাণী বাদশার অপেক্ষা করে।—

বাদশার কিন্তু দেখা নেই—যদিবা বাদ্‌শা কোন দিন এল' ত'

সে বড় ক্ষণিকের দেখা! বাদশা একটু সোহাগের হাসি হেসে, দুটো পিয়ারের কথা বলেই চলে যায়।...

ইরাণীর বুকটা হা হা ক'রে ওঠে—তার হৃদয়তলের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্খা উদ্বেল হ'য়ে উঠে তাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে।...

ইরাণী ধৈর্য্যে বুক বেঁধে আবার অপেক্ষা করে।...

দিন যায়!

...বাদশাহী মহল হ'তে ইরাণীর ডাক আসে। ইরাণী মূল্যবান্ পোষাকে অঙ্গ ঢেকে, গালে গোলাপ ফুটিয়ে, গ্রীবা বাঁকিয়ে, আশার তরঙ্গে নর্ত্তনশীল বুক দুলিয়ে, বাদশার সাম্‌নে এসে, কুনিশ ক'রে দাঁড়ায়।

বাদশা পেয়ালার সিরাজীটুকু পান ক'রে চোখ তুলে চেয়ে তার রূপের তারিফ করে।

ইরাণীর চোখে বিদ্যুৎ খেলে যায়।

সে কালো টানা চোখে কটাক্ষ হেনে বাদশার আদেশ মত তার কাছে ব'সে সিরাজী ঢেলে দেয়।...ইরাণী সিরাজী দেয়, বাদশা পান করে, নেশারাঙা চোখে তার রূপসুধা পান করে। সিরাজী ও ইরাণীর রূপের নেশায় যখন বাদশা মজ্‌গুল হ'য়ে ওঠে, বাদশা তাকে হ্যারেমে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ঘুমিয়ে পড়ে।...

ইরাণী অশ্রুতে দু'চোখ ভ'রে—ক্ষিপ্তের মত টল্‌তে টল্‌তে হ্যারেমে ফিরে আসে।

ইরাণী বাদশার বেগমের স্বপ্ন দেখ্‌তো!—বুকে কামনার আগুন

জেলে বাদশার কাছে যায়—বুকের আগুনে পুড়তে পুড়তে ফিরে এসে ভাবে—শুধুই বাঁদী সে '…

বেগম হবার স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়! প্রেমের নেশা টুটে যায়! একটা নিষ্ফল আক্রোশে তার অন্তরতলের বাসনা অতৃপ্তির ফনা তুলে গর্জ্জন করতে থাকে।…

ইরাণী একদিন সিরাজী দিতে দিতে বাদশার বিহ্বল চোখের পানে চেয়ে, নিজের বুকের গোপনদেশটা দেখিয়ে দিয়ে বাদশার কাছে প্রণয়-ভিক্ষা করলে।…

বাদশা হেসে উঠল'। সে বড় নির্ম্মম হাসি! তীক্ষ্ণ তীরের মত সে হাসি ইরাণীর বুকের মাঝে এসে বিঁধল্…

ইরাণীর দু'চোখে অশ্রুর বান ডাকল'—সে কাতরভাবে বাদশার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল!

বাদশা করুণার্দ্র চোখে ইরাণীর মুখের পানে চাইলে। ইরাণীকে তুলে বেশ ধীর, সংযত কণ্ঠে বাদশা বল্লে, ভুল ক'রেচ রূপসী,—তোমার জন্যে আমার দুঃখ হ'চ্চে! কী মারাত্মক ভুলই যে ক'রেচ বুঝ্‌চ না।…

ইরাণী কম্পিত ব্যগ্র চোখদুটি তুলে বাদশার মুখের পানে চাইল। বাদশা বল্‌লে,—চোখের মাঝে তোমায় ঠাঁই দিতে পারি রূপসী, কিন্তু এ বুকে ঠাঁই দেবার কল্পনাও যে করতে পারি না।…জানো কি ইরাণী, এই বুকের মাঝে কি ঝড়? সে ঝড় থামাবার শক্তি তোমার নেই—কারুর নেই!

এক মুহূর্ত্ত মৌন থেকে বাদ্‌শা নিম্ন, ভগ্নস্বরে বল্‌লে—একজন···যার সে শক্তি ছিল,—সে এখন···

বাদ্‌শা উর্দ্ধায়িত শূন্য দৃষ্টিতে উপরের পানে চাইল'—তার পর বেশ অবিচলিত কণ্ঠে বল্‌লে, বুক জুড়ে সে ব'সে আছে—এতটুকু ঠাঁই নেই যে—

ইরাণী সহসা বেশ রুক্ষস্বরেই বাধা দিয়ে বলে উঠ্‌লো—তা হ'লে এখানে আমায় আন্‌বার উদ্দেশ্য ?

—তোমার রূপের আলোয় হারেম উজ্জ্বল কর্‌বার জন্যে—আমার আঁধার, দিশেহারা প্রাণে একটু আলোর রেখাপাত কর্‌বার জন্যে—

ইরাণী স্তব্ধ হ'য়ে অবনতমুখে ব'সে রইল। বাদ্‌শা জিজ্ঞাসা করলে —এর বেশী আর কিছু প্রতিজ্ঞা করেছিলুম কি কোনদিন ?···

···ইরাণীর স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে টুক্‌রো টুকরো হ'য়ে গেছে। বুকের মাঝে যে আলোর মালা গেঁথে ভোগের উপাসনা কর্‌তে গিয়েছিল,—সে আলোর তাপে পুড়ে পুড়ে সে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।··

যৌবন অতৃপ্ত থাক্‌তে চায় না—সে তার বুভুক্ষিত অন্তরের ক্ষুধা মেটাতে চায় ব্যাকুল হ'য়ে !

···ইরাণীর ক্ষুধিত যৌবনতলে খাচাঞ্চির তরুণ পুত্রের ছায়া পড়ল !···সে তার অতৃপ্ত যৌবনের রূপ-রস দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত ক'রে তুল্‌লে।

গোপনে দুজনের পরামর্শ চল্‌লো !

গোপনে, হারেমের আগল ভেঙ্গে, এক দুর্য্যোগের গভীর রাত্রে তারা বেরিয়ে পড়ল'—পরস্পরকে অবলম্বন ক'রে !···

সীমাহীন অন্ধকার ভেদ ক'রে ঘোড়া ছুটেচে তাদের দুটিকে নিয়ে। ইরাণী প্রণয়ীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়েচে!…মাথার উপর প্রকৃতির তাণ্ডব মাতন চলচে—আর তারা নিরুদ্দেশের যাত্রীর মতন বিশাল প্রান্তরের মাঝ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেচে… কোথায়?…তারা নিজেই জানে না…

ঘুম ভেঙ্গে গেল।

কোথায় ইরাণী! কোথায় সেই থাচাঞ্চির তরুণ পুত্র?… আমি অনড় হ'য়ে পড়ে রইলুম।…মাথার মাঝে আগুনের তাপ অনুভব করলুম।…

কী অদ্ভুত স্বপ্ন!

আর কিছুতেই ঘুম এলো না।…স্বপ্নের ছবিটা আমার চোখের সাম্‌নে নেচে বেড়াতে লাগল'।

…ইরাণীর সেই গোলাপী রঙ্! প্রবালের মত রাঙা ঠোঁটদুখানি! আবেশ-ভরা কালো উজ্জ্বল দু'টি চোখ!…চোখের সেই কাতর দৃষ্টি!… বাদশার কঠোর নির্ম্মমতা!…আমায় উদ্‌ভ্রান্ত করে তুল্‌লে।

ঘরের মেঝেয় ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। বাদল হাওয়ার শীতলতা অনুভব করলুম।…

পাশেই দিদির ঘর। জামাইবাবু একলা ঘুমুচ্চেন।

…দরজার উপর কানপেতে দাঁড়ালুম। সব স্তব্ধ। এতটুকু সাড়া পেলুম না। কী নিশ্চিন্ত! কী আরামেই বাদল রাতটুকু উপভোগ করচেন!

…আর আমি?…উঃ! কল্পনা করতেও মাথা ঘুর্‌তে লাগল'।

ইচ্ছা হ'ল চিৎকার ক'রে জাগিয়ে তুলি! ইরাণীর মত বিদ্রোহীর কণ্ঠে একবার স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করি—এম্‌নি অবহেলা কর্‌বে যদি—তবে বিবাহ করেছিলে কেন?—আমার জীবনটাকে এম্‌নিভাবে ব্যর্থ ক রে দিতে কেন আমায় এখানে নিয়ে এসেছিলে?

...তুমি তোমার স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতি বুকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পার, - কিন্তু আমি?...আমিও নারী, আমারও রক্তমাংসের দেহ, - দেহঘিরে যৌবন আছে। যৌবনের সুখসাধ আছে।

...আমাকে বুকে ঠাঁই দিলে যদি তোমার মৃতা পত্নীর অসম্মান করা হয়—বিবাহের অভিনয় করেছিলে কেন আমাকে নিয়ে?

...উত্তর চাই! আজ আমি উত্তর চাই!...

দরজাটার উপর সজোরে বার দুই ধাক্কা দিলুম। সে আওয়াজ বাইরের ঝড়বৃষ্টির শব্দে মিলিয়ে গেল।

...না, না, এখানে থেকে দাসীবৃত্তি কর্‌তে পার্‌বো না। দেহমনকে উপবাসী রেখে, বিবাহিতা স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করা, এ অসম্ভব!... স্ত্রী ব'লে পরিচয় দোব জগতের কাছে—অথচ এই ব্রহ্মচর্য্য করতে হবে। কেন?—

যেমন ক'রে হোক্ এ বাঁধন ভেঙ্গে ফেল্‌ব'—

...এখানে যদি আমার বিবাহ না হ'ত। অতি দরিদ্রও যদি সে হ'ত... যদি শুধু সে তার তাজা প্রাণের আবেষ্টনে আমায় ঘিরে রাখ্‌ত' আমি সমস্ত তুচ্ছ ক'রে জগতের সামনে পত্নীর গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতুম।...আমার নারীজীবন সার্থক হ'ত।

···এখানে আমায় কে টেনে আন্‌লে? কেন আন্‌লে? আমি এমন কি পাপ করেছিলম?···

আমার চোখ্ ফেটে জল এলো, –

একটা অরুন্তুদ মর্ম্মব্যথায় আমি ভেঙ্গে পড়্‌লুম। আমি সেইখানে ব'সে ব'সে খুব খানিক কাঁদলুম।···

···সহসা পিঠের উপর কার স্পর্শ পেয়ে চেয়ে দেখি,—পাশে দাঁড়িয়ে উনি ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছেন। মুখে চোখে একটা কাতরতা!

···আমার মুখের পানে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে বল্‌লেন,—জ্বর এসেচে নিভা! গায়ে দেবার একটা কিছু দাও,—শীত কর্‌চে!

— ৮ —

সেই যে সেদিন ভোরের দিকে জ্বর এল'—সে জ্বর আর ছাড়ল' না।... আমি সমস্ত ভুলে তাঁর সেবার ভার নিয়ে তাঁর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে বস্‌লুম। ডাক্তার এলো, বল্‌লে ইনফ্লুয়েঞ্জা। কোন ভাবনা নেই তবে সময় নেবে দুচারদিন।

দু'চারদিন ছেড়ে সপ্তাহ কেটে গেল,—জ্বর ছাড়ল' না। চোখে অন্ধকার দেখ্‌লুম,—লীলাও যেন কেমন জড়সড় হ'য়ে গেল!...

অসুখের সময় দিন-রাত্রি তাঁর কাছে থাকৃতে হ'ত। সারা রাত জেগে ক'দিন তাঁর সেবা কর্‌লুম। তাঁর সেবা কর্‌তে পেয়ে প্রাণে ভারী তৃপ্তি পেতুম। তাঁর সেবার ভার পেয়ে মনের মাঝের অশান্তির মেঘগুলো কেটে গেল। আমি হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচলুম।...

যেদিন জ্বরটা খুব বাড়্ল', সারারাত্রি উনি বেহুস হ'য়ে ভুল বক্‌তে লাগলেন। আমি তো ভেবে বাঁচিনে। সারারাত ভগবানকে ডেকেচি।

—আর উনি সারারাত জ্বরের ঘোরে দিদির নাম করেচেন। নাম ধ'রে দিদিকে ডেকেচেন, দিদির সঙ্গে কথা ক'য়েচেন!...

লজ্জার কথা বল্‌ব' কি,—সেই দুঃখের রাত্রেও ওঁর মুখে শুধু দিদির নাম শুনে আমার বুকখানা দুঃখে, অভিমানে ফুলে ফুলে উঠেচে।

আমি কি কেউ নই?...একবার, শুধু একটিবার যে নাম সেই মুখ হ'তে শোনবার আশায় উন্মুখ হ'য়ে বসে রইলুম—ভুলেও কৈ তাতো শুন্‌তে পেলুম না।...

নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলুম—দু'চোখে অশ্রুর ধারা নামল'।

এখন কেবলি মনে হয়,—নারী-হৃদয়কে এত স্বার্থপর, এত দুর্ব্বল, এত কাঙাল ক'রে কেন গড়েছিল দয়াময়!

...স্বামী সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌লেন। আমরাও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। লীলার মুখে হাসি ফুট্‌ল'।...

মনের মাঝে যে অশান্তির কালো মেঘ স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হ'য়ে আমায় অভিভূত ক'রে ফেলেছিল,—স্বামীর অসুখের এই ক'টি দিনে যেন সে ভাবটা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মন হ'তে মুছে গিয়েছিল।...

সে রাত্রের কথা মনে হ'লে এখন' লজ্জায় ম'রে যাই।...

মাস দুই পরের কথা।

সে দিন রবিবার। লীলা মায়ের কাছে গিয়েছিল। দুপুর বেলা

দিদির বর

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে ঘরে ঢুক্‌তেই দেখি জামাইবাবু আমার মেঝের বিছানাটার উপর আড় হ'য়ে শুয়ে খবরের কাগজ পড়ছেন।

আমি থম্‌কে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলুম,—এ ঘরে যে ?

—কেন ? এ ঘরে কি আমার 'প্রবেশ নিষেধ' ?

—য্যাঃ, তা কেন ?

—তবে ?

—এম্‌নি। আচ্ছা শোও,আমি বারান্দায় গিয়ে চুলগুলো শুকিয়ে নিই—

আমি বাইরে যাবার উপক্রম কর্‌তেই আমার আঁচলটায় টান দিয়ে উনি বল্লেন—পালিও না নিভা, একটু বসো, কথা আছে।

...কণ্ঠস্বর ভারী, অথচ কোমল !

আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম, বল্‌লুম,—কি বল্‌বে বল।

—ব'সো না। আমার কাছে ব'সতেও কি দোষ আছে ?

—বাঃ রে,—তোমার কাছে বুঝি আমি কোনদিন বসি না ?

স্বামী কণ্ঠে খানিকটা অভিমান ঢেলে দিয়ে বল্‌লেন,—না, বস্‌বে না কেন ? বস্‌তে হয় তাই ব'সো ; কিন্তু—

—কি ?

—ধরা তো দিলে না কোনদিনই নিভা !

...আমার বুকের নীচে কিসের একটা কোলাহল শোনা গেল। মনে হ'ল—ভাটার নদীর মোহানায় কল্ কল্ রব তুলে জোয়ারের তরঙ্গ এসে পৌঁচেছে ;—এইবার তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে নদীর বুক ভাসিয়ে দেবে।...

আমি বলে উঠ্‌লুম—আমি ধরা দিইনি বটে, কিন্তু তুমি চেয়েচ কি কোনদিন,—না নিজে কখন ধরা-ছোঁয়া দিয়েচ' ?

তিনি বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন, 'হাঁ' কি 'না' কোন উত্তর না দিয়ে আর একবার খবরের কাগজে মন দিলেন।

আমি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম—কি যে বল্‌বে বোল্‌ছিলে,—

তিনি গোটা কতক ঢোক গিলে বল্‌লেন,—বল্‌ব' তো মনে কর্‌চি ক'দিন থেকেই, কিন্তু—

—কিন্তু কি ?

—সাহসে কুলোয় না।

কথাটা ব'লে ফেলেই নিতান্ত ছেলেমানুষের মত আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—কেন আমাকে তোমার এত কিসের ভয় যে, কথা বল্‌তে সাহসে কুলোয় না ?

—না, না, আমি তা বলিনি। তবে সত্যিকার জোর খাটে না যেখানে, সেখানে একটু—

কথার মাঝখানেই আমি ব'লে উঠ্‌লুম—কেন ? জোর খাটে না কেন ? কখন' সে চেষ্টা ক'রেচ' ?—

তাঁর মুখখানা আকর্ণ লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না, তিনি স্থির হ'য়ে, আবার খবরের কাগজে মনোনিবেশ কর্‌বার চেষ্টা করতেই আমি বলে উঠ্‌লুম—না, অমন ক'রে

চুপ করলে চল্‌বে না। যখন নিজে হ'তেই কথাটা পেড়েচ, তখন এর একটা বোঝাপড়া হ'য়ে যাক্‌।··

আমার মুখের উপর কি ছিল আমি নিজে তো বুঝ্‌তে পারলুম না, কিন্তু তিনি বিস্ময়ে চোখছ'টি বিস্ফারিত ক'রে আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।···

উত্তেজনার মুহূর্ত্তে কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই লজ্জায় মুখখানা মাটির পানে ঝুঁকে পড়ল; পোড়া চোখ অশ্রুতে ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল'।···

তিনি সস্নেহে আমায় কাছে টেনে নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বল্‌তে লাগলেন,—আমি অন্ধ নই নিভা, তুমি যে সুখী নও, অহর্নিশি যে তোমার বুকে তুঁষের আগুন জ্বল্‌ছে, তা কি আমি বুঝি না?...কিন্তু আমার দুঃখও তো তুমি বোঝ'—আমার এই বুকের মাঝে কি জ্বালা তা তো তোমার অগোচর নেই।···

তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল',—হঠাৎ তিনি আমায় টেনে নিয়ে আমার মুখখানা তাঁর বুকের ওপর চেপে ধর্‌লেন।

···আমার ভারী কান্না এলো···

···কিন্তু কই, সেই আশ্রয়টি হ'তে জোর ক'রে মুখখানাকে তুলে নিতে তো পারলুম না!

আমি তাঁর বুকের উপর মুখ গুঁজে, খুব কাঁদলুম। সে কান্নায় যে কত মাধুর্য্য, কত গৌরব!—আমার মনে হ'লো বুঝিবা আমার মনের যা কিছু গ্লানি পুঞ্জীভূত হ'য়ে ছিল, সব ধুয়ে মুছে আমায় নিরবদ্য ক'রে তুল্‌লে।···

কতক্ষণ যে কেঁদেছিলুম,—কতক্ষণ যে তেম্‌নিভাবে নিস্পন্দ হ'য়ে পড়েছিলুম জানি না। যখন মাথা তুলে সোজা হ'য়ে বস্‌লুম, তখন চোখের জল নিঃশেষ হ'য়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। উঠে ব'স্‌লুম, কিন্তু লজ্জায় স্বামীর মুখের পানে চাইতে পারলুম না। একটা দারুণ লজ্জায় সমস্ত দেহ-মন আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌লে,—নিজের অজ্ঞাতসারে আঁচলটা মাথায় তুলে দিলুম।

স্বামী বললেন,—বুঝ্‌তে পারলে নিভা, বুকের মাঝে কি তুমুল ঝড় বয়ে যাচ্চে?—কত অন্ধকার জমাট হ'য়ে বুকখানাকে কালো ক'রে দিয়েচে?…

কথা বল্‌বার মত শক্তি বোধ হয় তখন আমার ছিল না, আমি স্তব্ধ হ'য়ে শুধু তাঁর মুখের পানে চেয়ে বসে রইলুম।

বুকের মাঝে, মনে হ'ল যেন একটা বসন্তের দম্‌কা বাতাস ভেসে এসে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে সচেতন ক'রে তুলেচে।

তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আপন মনে বল্‌তে লাগ্‌লেন,—অথচ একদিন এই বুকে কত আশা, কত আলোই না জ্বেলে রেখেছিল সে—হঠাৎ কথাটা ব'লেই যেন তিনি কেমন একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

সারা ঘরটায় মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগ্‌ল।…

পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে আমরা স্থির হ'য়ে রইলুম—দু'জনেরই দৃষ্টি যেন পরস্পরের অন্তস্তল ভেদ ক'রে তার অন্তরতম দেশে ছুটে যেতে চাইলে।…

সহসা তিনি আমার হাতদু'খানা সজোরে মুঠোর মধ্যে চেপে ধ'রে নিতান্ত অসহায়ের মত ব'লে উঠ্‌লেন—ওঃ! কী জ্বালা এ নিভা! এ যন্ত্রনার হাত থেকে কি কিছুতে নিষ্কৃতি পাব না?—যত ভাবি ও কথা আর ভাব্‌ব' না, ততই যেন ভারী পাথরের মত—

তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে এলো, তিনি তাড়াতাড়ি আমার হাতদুখানা নিজের মুখের ওপর চেপে ধ'রে মুখখানা ঢেকে ফেল্‌লেন—তাঁর উত্তপ্ত অশ্রুধারায় আমার হাতদুখানা ভিজে উঠ্‌ল। আমি আঁচলে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিলুম।

...কিন্তু বুকের নীচেটা ঈর্ষ্যার বেদনায় টন্ টন্ করতে লাগ্‌ল।

তিনি নিজেকে কতকটা সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লেন, নিভা, তুমি বাঁচাও। এ যন্ত্রনার হাত থেকে তুমি আমায় নিষ্কৃতি দাও।

—আমি?

—হাঁ তুমি। আমার হাতে পড়ে তোমার নারীজন্ম ব্যর্থ হ'তে বসেচে।...কিন্তু আর আমি পারি না, আর আমি চোখের সাম্‌নে তোমাকে এম্‌নি দিনের পর দিন তিলে তিলে শুকিয়ে মর্‌তে দিতে পারি না। ...সে পাপের বোঝা বইবার মত শক্তি আমার নেই।

—তা যেন নেই। কিন্তু অনর্থক নিজের মনকে চাবুক মেরে মেরে তার গতি ফেরাবার এই নিষ্ফল প্রয়াস কেন? কী তুমি আমায় দেবে? বুকের যে কোণটিতে আমায় একটু ঠাঁই দিয়ে আমায় সুখী কর্‌বার চেষ্টা কর্‌চ',—ভাল ক'রে সন্ধান ক'রে দেখেচ কি সেখানে আমাকে ঠাঁই দেবার মত এক তিল জায়গাও খালি আছে কি না?

তিনি বিস্ময়ে আমার মুখের পানে চেয়ে বল্লেন, সত্যি, আমার এমন কোন সম্বলই নেই, যা দিয়ে তোমার জীবনকে সার্থক ক'রে তুল্‌তে পারি।

…কিন্তু তবু, তুমি কি চেষ্টা করলেও আমায় ভালবাস্‌তে পারবে না?…

…তাঁর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠ্‌ল, চোখের পাতা ভিজে এলো।

আমি বল্লুম—দেখ, যারা ভালোবাসা না পেয়েও বা পাবার আশা নেই জেনেও ভালোবাস্‌তে পারে, তারা হয়ত' মানুষ নয়, দেবতা!…আমি কিন্তু মানুষ!—মাটির পৃথিবীর রক্তে মাংসে গড়া মানুষ! যেখানে আমার সত্যিকার অধিকার এককড়াও নেই, সেখানে আমি জেনে শুনে অনধিকার প্রবেশ কর্‌ব কেমন করে?…

আমার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল!

তিনি শুষ্ক স্বরে বল্লেন,—যাও, চোখ মুখ ধুয়ে ফেলগে—চোখদুটো জবাফুলের মত রাঙা হ'য়ে উঠেচে।…

একটা দীর্ঘশ্বাসে বুকখানা খালি ক'রে তিনি পাশ ফিরে শুয়ে রইলেন।

রাত্রে, আহারের পর তাঁকে পান দিতে এসে তাঁর ঘরে তাঁকে দেখ্‌তে পেলুম না। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে আমার ঘরে ঢুকে দেখি মধ্যাহ্নের মত তিনি আমার বিছানাতে শুয়ে আছেন।

পানের ডিবেটা হাতে দিয়ে বল্লুম,—আবার এখানে শুলে যে? রাত হ'য়েচে, যাও, ঘরে গিয়ে শোও।

মুখের ভেতর একটা পান ফেলে দিয়ে বেশ সহজভাবেই বল্‌লেন—আমি এইখানেই শোব, আজ।

বলেই তিনি জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার মুখের পানে চাইলেন।

আমি সহসা কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

তিনি একটু হেসে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—যদি আমার লোভ হ'য়ে থাকে, তোমার কি আমাকে এখানে একটু ঠাঁই দিতে আপত্তি আছে? ...লীলা নেই, তুমি একলা থাকবে, তাই। আর জানি তুমি তোমার দিদির ঘরে গিয়ে শুতে পার্‌বে না।

আমি বিছানার পাশে ব'সে বল্‌লুম,—কিন্তু তুমি আমার দিদির স্মৃতিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে এমন ভাবে তাঁকে অপমান কর্‌চ' কেন?

—তার স্মৃতিকে অপমান কর্‌বার কল্পনাকেও কখন মনে স্থান দিতে পারি না। তবে যা কর্‌ছি, সে শুধু ধর্ম্মের খাতিরে,—কর্ত্তব্যের খাতিরে। ...এক নারী, যার শুভাশুভের সমস্ত ভার আমারই, তাকে আত্মহত্যার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে, তার অপূর্ণ জীবনকে পরিপূর্ণ কর্‌বার জন্যে!...

—পার্‌বে?

...আমি নিজের স্বরে নিজেই কেঁপে উঠ্‌লুম।

তিনি ধীর, অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন—চেষ্টা করব'। একদিনে না পারি, এক বৎসরে পার্‌বো।..

সস্নেহে তিনি আমায় কাছে টেনে নিয়ে ডাক্‌লেন—নিভা!

—কি?

—আমাদের মাঝের এই ব্যবধান, একি চিরদিন থাক্‌বে? আমি

বলছি,—না। আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায়ও যদি আমাদের পথ হ'তে এ ব্যবধান সরিয়ে দিতে না পারি, আশা করি, একদিন আমাদের যারা সন্তান হবে, তাদের—সেই সেতুর মধ্যে দিয়ে আমরা পরস্পরের দিকে এগিয়ে যেতে পার্‌বো !...এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস !

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে যখন উপরে শুতে এলুম, স্বামী তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ! আমি আলোটা উজ্জ্বল ক'রে দিয়ে নিদ্রিত স্বামীর মুখের পানে চেয়ে শিউরে উঠ্‌লুম !

.. কৈ, এতদিন তো লক্ষ্য করিনি !...স্বামীর অম্লান মুখের উপর এ বিষাদ-রেখা কে অঙ্কিত ক'রে দিলে ? চোখের নীচে গাঢ় কালিমা, ললাটের শিরা স্ফীত—মুখের উপর এরা কেমন ক'রে বাসা বাঁধলে ?— উদ্গত অশ্রু রোধ কর্‌তে পার্‌লুম না।...

ওগো ! এত দুঃখ দিতে পোড়া-কপালী আমি কেন তোমার কাছে এলুম ! পরক্ষণেই মনে হ'ল, তুমি ভিন্ন যে আমার গতি ছিল না।...

...তাঁর পায়ের কাছে মাথা রেখে মেঝের উপর শুয়ে কাঁদ্‌লুম।

কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম...

কার স্পর্শে জেগে উঠে দেখি, ভোরের আলোয় ঘরখানা ভ'রে গেচে'। আমার মাথার কাছে উনি ব'সে।

মনে হলো সবেমাত্র ঘুম থেকে জেগে উঠেচেন, চোখে-মুখে তখনও ঘুমের গাঢ় ছায়া !

আমার মাথার উপর একখানি হাত রেখে উনি বল্‌লেন,—সারারাত

খালি মেঝের উপর ঘুমুলে! অসুখ করবে যে! আগে জান্‌লে আমি এ ঘরে শুতে আস্‌তুম না।

...তার চোখ দুটো ভারী হ'য়ে এলো।...

আমি তাঁর পায়ের উপর হাত দু'খানা চেপে ধ'রে বল্‌লুম,—ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, সকাল বেলা চোখের জল ফেল না।

...নিজের চোখও যে শুষ্ক ছিল, তা নয়। সহস্র চেষ্টা ক'রেও অবাধ্য অশ্রুর বেগ রোধ করতে পার্‌লুম না।

আমি তাঁর পায়ের উপর আমার মাথাটি রেখে বল্‌লুম,—আমায় মাপ কর—আমি পারি নি। সারারাত চোখে-পাতায় করিনি,—শুধু ভেবেচি। কিন্তু পারলুম না। মন-ছাড়া এই দেহটাকে তোমার পূজোয় লাগাতে পারলুম না।

— ৯ —

আরও পাঁচ বৎসর কেটে গেছে।

ঝড় থেমে গেছে। কামনার মেঘ পুঞ্জীভূত হ'য়ে বুকের মাঝে যে বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রেছিল—শরতের হাল্কা মেঘের মতই গাঢ় হ'য়ে জমে উঠে,—আস্ফালনের গর্জ্জন ক'রে, বর্ষণের পূর্ব্বেই উদ্দাম বায়ুভরে উড়ে গেল।···রৌদ্রদীপ্ত শান্ত প্রকৃতি নিজের গৌরবে ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠল।

আমার প্রাণের মাঝের যে প্রবৃত্তিগুলো হঠাৎ একদিন সজাগ হ'য়ে আমার বুকখানা পোড়াতে সুরু করেছিল, তারা নিষ্ফল আক্রোশে গর্জ্জন ক'রে ক'রে কখন্‌ যে শ্রান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, নিজেই জান্‌তে পারিনি···

হঠাৎ একদিন মনে হ'ল যেন আমার অন্তরের কাদা-খোলা কামনার পঙ্কিলতা ধুয়ে দিয়ে আমায় নির্ম্মল ক'রে তুলেচে। বুঝিবা অনশনে বুভুক্ষিত বাসনা তিলে তিলে শুকিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে গেচে। যাই হোক্, আমাকে যে এমন ভাবে রেহাই দিয়ে তারা সরে পড়েচে, এই ভেবেই একটা পরম শান্তিতে বুকখানা ভ'রে থাকে।

মাঝের ক'টা দিন কী দুর্জ্জয় শক্তি দিয়ে তারা আমায় ঘিরে রেখেছিল!…ভাব্‌লে আতঙ্কে শিউরে উঠি।

…কী জঘন্য লোলুপতা! রক্তমাংসের একটু আস্বাদ পাবার সে কী বুকফাটা তৃষা!

মানুষের অন্তর দেবতার স্থান। সেই দেবস্থানের পবিত্রতার পাশে এই সব পঙ্কিলতা কেমন ক'রে স্থান পায়, ভেবে কাঠ হ'য়ে যাই।…

স্বামীকে লক্ষ্য করতুম। তাঁরও মনের মাঝে যে ঝড়টা ক'দিন তাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছিল,—তার আর কোন নিশানা পেতুম না। তাঁর মুখের মাঝে যে উদ্বেগ-অশান্তির একটা গাঢ় কালো ছায়া পড়েছিল, —আকাশের ঘনিমার মত,—সেটাও ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে গিয়েছিল।

…প্রাণের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পর্য্যবসিত হ'য়ে গেল। সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত গ্লানি মন হ'তে ধুয়ে মুছে নিজেকে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করলুম। প্রাণের মাঝে এতটুকু অশান্তির ছায়া অবশিষ্ট রইল না!…

তিনি বরং মাঝে মাঝে সস্নেহে আমায় বল্‌তেন—আমাদের মত

বিয়ে সংসারে নতুন নয় নিভা, কিন্তু কি জানি কেন আমরা এ বিয়েয় কেউই সুখী হতে পারলুম না। না পারলুম তোমায় সুখী করতে,—না পারলুম নিজে সুখী হ'তে। নিজের স্বার্থটাকে বড় ক'রে দেখতে গিয়ে তোমার এই সর্ব্বনাশ ক'রে বসলুম।...তোমার এ জন্মটাকেই ব্যর্থ করে দিলুম!

আগে হ'লে হয়ত' এ-কথায় বুকের মাঝে ঝড় উঠ্‌ত,—কিন্তু আমার বিদ্রোহী মনকে অনেকটা আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিলুম;—তাই বেশ সহজ ভাবেই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতুম—আমার কিসের দুঃখ্যু গা, যে যখন-তখন ঐ কথা ভেবে মন খারাপ কর।...তোমার মত স্নেহশীল স্বামী, লীলার মত মমতাময়ী মেয়ে আমার—তবু তুমি আমার জীবনটাকে ব্যর্থ দেখ কিসে বলত?...দেহের সম্বন্ধটাই কি এত বড় যে,—

তিনি একটা নিশ্বাস ফেলে দৃঢ়কণ্ঠে বলেন,—নিশ্চয়ই। তরুণ বুকের রঙীণ ক্ষুধার নিবৃত্তি বুঝি বা ঐখানে।

সংসার আমাদের পূর্ব্বের মতই চলছিল।...

দু'মাস হ'ল লীলার বিয়ে হ'য়ে গেচে। লীলাকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমার বুকটা যেন একেবারে খালি হ'য়ে গিয়েছিল।..

সেবার পূজার পূর্ব্বে লীলা স্বামীর ঘর ক'রে মাস দুই পরে যখন ফিরে এল, লীলাকে দেখে আমার আনন্দের সীমা রইল না।

...সেই লীলা আমার, আজ ভাদরের ভরা নদীর মত কাণায় কাণায় পূর্ণ! যৌবনের সোনার পরশ পেয়ে দেহে তার রূপ যেন আর

ধরচে না।…মুখে-চোখে প্রভাতের সজীবতা,—স্বামী-প্রেমের পবিত্র ছায়া যেন গাঢ় হ'য়ে ফুটে উঠেচে।

…তবু কি-জানি-কেন এই কথাটি তার মুখ হ'তে শোনবার লোভ কিছুতে সংবরণ করতে পারছিলুম না, যে তার স্বামীর প্রেমের ছায়ায় তার নারীজীবন পূর্ণতা লাভ করেচে!

…তার মা যদি থাকৃত তার প্রাণও কি এম্‌নি আকুল হ'য়ে উঠ্‌ত না!

তাকে নিরালায় পেয়ে কাছটিতে এনে বসালুম, সে একেবারে আমার কোলের উপর শুয়ে পড়ে বল্‌লে—এই কোল্‌টিতে এমনি ক'রে শোবার লোভ কিন্তু এখন' একেবারেই যায়নি মাসীমা! উঃ! কতদিন যে শুতে পাইনি!

আমি তার মুখের উপর হ'তে উড়ো চুলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে হেসে বল্‌লুম,—এ কোলে অনেক শুয়েচিস্‌ মা, এখন যার কাছে দিয়েচি, আশীর্ব্বাদ করি চিরদিন তার বুক আলো করে—

লীলা আমার কথা কেড়ে নিয়ে ব'লে উঠল'—তুমি ত' খুব দুষ্টু হ'য়েচ গা!

আমি তার কথা বল্‌বার ভঙ্গীমায় হেসে উঠ্‌লুম।

ব'ললুম, দুষ্টু আমি না তুই? চিঠিতে তো জামায়ের কোন কথা লিখিস্‌ নি।

—আমার ত' খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই,—ব'সে ব'সে ঐ কথাই লিখি। আর লিখিই নি বা কি, প্রত্যেক চিঠিতেই তো লিখিচি—তোমার জামাই ভাল আছে।

লীলা কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে আমার মুখের পানে চাইলে।

আমি তার চিবুকটি ধ'রে বললুম,—দুষ্টুমী করিস্ নি লীলা; সত্যি বল্, জামাই আদর যত্ন করত' ত?

লীলা তার লজ্জারাঙা মুখখানি ফিরিয়ে নিয়ে ব'লে উঠ্ল, দায় পড়েচে আমার বল্বার জন্তে।

—আমায় বল্‌বিনি লীলা? তোর মা নেই, আমি তোর মা,—

—তুমি আমার রাক্ষুসী মা! আমার মা হ'লে কখন আমার বাবার বুকে অত ব্যথা দিতে না—

লীলা হেসে উঠ্ল।···

···সে হাসি যেম্‌নি মিষ্টি, তেম্‌নি ধারাল! তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরির মত সে হাসি আমার অন্তরটা যেন টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে দিলে।···আমার চোখ ভ'রে জল এল।···

লীলা আমার মুখের পানে চেয়ে, সহসা গম্ভীর হ'য়ে ব'লে উঠ্ল,—তবু ভাল, পাথরের বুকেও জল আছে।

আমি আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লুম,—লীলা, আমি কি তোর কেউ নই? তুইও আমায়—

আমার কথায় বাধা দিয়ে সে বল্‌লে, কেউ নও কেন? তুমি আমার দজ্জাল বউমা,—আর আমি তোমার বউকাঁটকী শাউড়ী!···

তার কথা শুনে আমার হাসি এল'···

সে কিন্তু তেমনি বেশ গম্ভীর হ'য়েই বল্‌তে লাগল'—তুমি ত' হাসবেই

গো, তোমার কি বল না, তুমি পরের মেয়ে বৈত' নও। ছেলের ব্যথা দেখ্‌লে যে মায়ের বুকটা টন্ টন্ করে ওঠে—

আমি কিছুক্ষণ মৌন হয়ে থেকে, তার চিবুকটি ধ'রে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লুম – বেশ শোনাচ্চে কিন্তু লীলা, সত্যিই তুই ওঁর মা হ'তে পার্‌বি। আমি ওঁকে ডাকি ওঁর সাম্‌নে একবার এম্‌নি ক'রে বল্।

—ডাক' না। আমি এমন মা নই, যে ছেলে ব'লে তার মায়ায় একেবারে গলে যাব। স্পষ্ট কথা বলব' তার আবার চক্ষুলজ্জা কিসের? আসুক্ না, এম্‌নি শাসন কর্‌ব'—বুঝ্‌বে তখন। পরের মেয়েকে ঘরে এনে এম্‌নি ক'রে জ্বালা যন্ত্রনা দেবার তার কি অধিকার আছে?

—ছিঃ লীলা, চুপ কর্—শুন্‌তে পেলে উনি দুঃখ্যু কর্‌বেন।

লীলা তার প্রোজ্জ্বল চোখদুটিতে ভ্রুকুটি ভ'রে বল্‌লে—সে বুদ্ধিটুকু ত' ঠিক্ আছে দেখচি—সব জেনে তবে ওঁকে এমন ক'রে জ্বালাচ্ছ—কেন বলতো?···আর নিজেই বা এমন ক'রে জ্বল্‌চ কেন?

আমি নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইলুম। মুখ তুলে লীলার পানে চাইতে পারলুম না।

রাত্রে আমাদের বৈঠক বস্‌লো দিদির ঘরে!···বৈঠকের আলোচ্য বিষয়,—আগত পূজোর ছুটীর ভ্রমণের আয়োজন!···এ বছর সঙ্গে যাবেন, জামাই বাবাজী!

···নতুন জামাই সঙ্গে থাক্‌বে। কাজে কাজেই আয়োজন ভাল রকমই কর্‌তে হবে।

প্রথমতঃ,—স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা চল্‌লো।

সাম্‌নে তিনখানা নতুন টাইম্‌-টেবিল।

—উদয়পুর, যোধপুর, আজমীরের পুষ্কর, চিত্রকুট, হতে আরম্ভ করে সাঁওতাল পরগণার দেওঘর, মধুপুর কিছুই বাদ গেল না। অন্যদিকে রামেশ্বর হ'তে পুরী, ঘাটশীলা পর্য্যন্ত বাদ পড়ল' না; একটা জায়গার নাম হ'তেই তার জলবায়ু, দ্রষ্টব্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়, নানারকম সুবিধা অসুবিধার কথা ওঠে এবং গভীর আলোচনার পর সর্ব্বশেষে নামঞ্জুর ও বাতিল হয়।...এইভাবে আলোচনা চললো, বহুক্ষণ।

শেষে, পাহাড়ের কথা উঠতে কাশ্মীর, সিমলা, মুশৌরি, নাইনিতাল এবং দার্জ্জিলিং এর নাম প্রস্তাব হলো!...

...পাহাড়ে যাওয়াই একরকম স্থির হ'লে আমি বল্‌লুম,—কেন 'শিলং' এমন কি অপরাধ কর্‌লে যে তার নামটা বাদ পড়ে গেল। সেই তো আমরা গিয়েছিলুম সাত বছর আগে। অন্য পাহাড়ের চেয়ে সব-দিক্ দিয়েই ভাল,—অবশ্য কাশ্মীর বাদ দিয়ে!...

উনি একটু উৎসাহিত হ'য়ে বল্‌লেন,—লীলা, তোমার মাসীমার এ প্রস্তাব মন্দ নয়,—আর সেখানে কেশব রয়েচে, তাকে লিখ্‌লে বোধ হয় অনায়াসেই সে আমাদের জন্যে একখানা ভালো 'বাংলো' ঠিক্ কর্‌তে পার্‌বে—

কেশবের কথায় লীলাও মহা উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল', সেই বেশ হবে,—কেশবদা আছে, মুখ্‌রি আছে—বেশ হবে। আর শিলং ত' বেশ জায়গা—

তিনি বল্‌লেন,—চমৎকার জায়গা!—এবার চেরাপুঞ্জী যেতে হবে—

আমি বল্‌লুম—যাবার পথে কিন্তু 'কামাখ্যা' দেখিয়ে নিয়ে যেতে হবে—

লীলা বল্‌লে, পথের মাঝে অতবড় একটা তীর্থ, যাকে দর্শন ক'রে যেতে হবে বৈ কি! ··

···গভীর রাত্রে, বৈঠক ভাঙ্গল এবং শিলং যাওয়াই স্থির হল'।

— ১০ —

সাত বৎসর পরে আবার 'শিলং' চলেচি,—মেয়ে-জামাই সঙ্গে নিয়ে! আনন্দের মুক্ত-ধারায় বুকখানা বোঝাই হ'য়ে উঠেছিল'।

সেই শিলং!···স্বপ্নে-রচা মায়াপুরীর বিপুল রূপ-সম্ভার! কালো আকাশের মতই অচঞ্চল, মৌনী গম্ভীর পর্ব্বতশ্রেণী!···তাদের বুকে থাকে থাকে সাজান সৌধমালা! সেই উন্মুক্ত অনন্ত নীল আকাশ!··· প্রকৃতির শান্ত-মধুর সচকিত চাউনীর মতই প্রোজ্জ্বল!···বিশ্ব-সৌন্দর্য্যের অনুপম আদর্শ!···

···আমরা পূর্ব্বেই কেশবকে তার করেছিলুম।

···আমিনগাঁও ষ্টেশনে যখন আমাদের ট্রেন থাম্‌লো, একটি সাহেবী পোষাকপরা তরুণ আমাদের কাম্‌রার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। ট্রেণের

দরজায় অপরিচিত যুবককে দাঁড়াতে দেখে আমি রেলের কোন কর্ম্মচারী ভেবে মুখ ফিরিয়ে নিলুম!···

উনি বলে উঠ্‌লেন,—কেশব যে? কেমন আছো হে···

আমি কেশবের নাম শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি মাথার টুপি খুলে যুবক তাঁকে প্রণাম ক'রে তাঁর পায়ের ধূলো নিচ্চে।···

সে যুবক কেশব! আমি বিস্ময়ে কেশবের মুখের পানে চাইলুম।

কেশব আমার পায়ের কাছে মাথাটি নত ক'রে জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—ভাল আছেন মাসীমা?···

···তুমি ভাল আছ বাবা? মুখ্‌রি ভালো আছে? তোমাদের খোঁকাটি ভাল আছে?

সে শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে, হাঁ।

—লীলা কই মাসীমা,—

—বল্‌তেই লীলা একেবারে তার একখানা হাত ধ'রে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল' —তুমি কেশবদা? আমি ত' তোমায় চিন্‌তেই পারিনি।

কেশব হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে—আমিও ত' তোমায় চিন্তে পারি নি লীলা,—তুমি এত বড় হ'য়েচ?

পাশে জামাই সুবোধ দাঁড়িয়েছিল, সে মুখ ফিরিয়ে হেসে উঠ্‌ল'।

লীলার মুখখানি আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌ল'।

···লীলা বড় মিথ্যা বলেনি। সত্যই কেশবকে চেনা যায় না। সেই কেশব!···দরিদ্র রাঁধুনি কেশব! আর এযে দিব্যি সঙ্গতিপন্ন যুবকের বেশে পরিপুষ্ট সুকুমার দেহে আমাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েচে!···তার

মুখে চোখে অভাব-অনাটনের ছায়াটি পর্য্যন্ত নেই। একটা সাবলীল স্বচ্ছন্দতায় তার মুখখানি উজ্জ্বল হ'য়ে আছে।...

গৌহাটিতে কেশব আমাদের জন্য বাসা ঠিক্ ক'রে রেখেছিল।... সেখানে উঠে আমরা 'উমানাথ' দর্শন করলুম এবং পরদিন প্রভাতে 'কামাখ্যা-দেবী' দর্শন করতে পাহাড়ে উঠ্লুম।

...জামাই সুবোধ কেশবের খুব অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠ্ল'।

কামাখ্যা দেবীর পূজা দিয়ে আমরা পাণ্ডার বাড়ী এসে সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করচি,—বাইরের দাওয়ায় ব'সে সুবোধ কেশবকে বলচে, আচ্ছা এই কামাখ্যা সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে বলে কামাখ্যায় পুরুষকে ভেড়া বানিয়ে দেয়—তার অর্থ কি?

— কেশব হেসে উঠ্ল'।

আমি কেশবের উত্তর শোন্‌বার জন্য উদ্গ্রীব হ'য়ে উঠ্লুম।...একটা দুষ্টুমীর হাসিতে লীলার মুখখানা ভ'রে গেল...

কেশব বল্‌লে—কি জানি, এতদিন ত' এখানে আছি। কামাখ্যার কথা ত' কিছু জানি না, তবে শিলংকে উদ্দেশ ক'রে যদি ওকথাটা রটে থাকে—তবে তার নমুনা আমি স্বয়ং!...একবার শিলং এসেই ভেড়া বনে গেলুম!...

সুবোধ হো হো করে হেসে উঠ্ল।...

আমিও হাসলুম,—লীলাত' হেসে' আমার গায়ে লুটিয়ে পড়ল।

কেশব এতবড় সুযোগটা উপেক্ষা করতে পারলে না।

সে বেশ গম্ভীর হয়ে সুবোধকে বল্‌লে—হাসি নয়। লীলাদিদি সঙ্গে না থাক্‌লে মশায়ের সম্বন্ধেও যথেষ্ট ভয়ের কারণ ছিল।···

সুবোধ তার গায়ে ধাক্কা দিয়ে মুখ টিপে হাস্‌লে। কেশবও হেসে উঠ্‌ল'।

শিলং এর পথের দৃশ্য ও কেশব-সুবোধের হাস্য-কৌতুক আমাদের যাত্রাটিকে সরস মধুর করে তুল্‌লে।···

কেশব আমাদের জন্য "বাঙ্‌লো" ঠিক্ করেছিল লাইমুখারায়!

চমৎকার বাঙ্‌লোটি! ঝর্‌ঝরে তক্‌তকে,!—সাম্‌নে খানিকটা সমতল ভুমিতে ফুলের বাগান! ক্রিশান্‌থিমাম্ ও রকমারী মরসুমী ফুলের গাছ। পিছনটা ঘিরে, পাশ দিয়ে ছোট্ট একটা ঝর্‌না সর্পিল গতিতে এঁকে বেঁকে চ'লে গেচে।···বাঙ্‌লোর আশে পাশের ছোট খাট মনোরম দৃশ্যগুলি চোখ জুড়িয়ে দেয়। বাঙ্‌লোর ভিতরটিও বেশ সাজান!

·· আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম,—মুখ্‌রিকে দেখে!

সাতবৎসর পরে মুখ্‌রিকে দেখলুম,—সে এখন পুত্রের জননী! কিন্তু তার অটুট যৌবন পূর্ব্বের মতই তার অঙ্গখানি আঁক্‌ড়ে ধ'রে আছে,—পরিপূর্ণ ভাবে!···

বর্ষার ভরা নদীর মতই কানায় কানায় থৈ থৈ করচে—যেম্‌নি উজ্জ্বল, তেম্‌নি উদ্দাম!

···যেম্‌নি পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, তেম্‌নি হাস্যোজ্জ্বল চোখে-মুখে তৃপ্তির গভীর আভাস!···তার পুষ্পিত যৌবন মালঞ্চে বুঝিবা চিরবসন্তের মলয় বয়, পত্রপুষ্পে সজ্জিত হ'য়ে থাকে চিরদিন!

…আমি বিস্ময়ে মুখ্‌রির মুখের পানে চাইলুম—কেশবের প্রেমের গভীরতা দেখলুম তার জ্যোতিভরা চোখের মাঝে।…কেশবের অপরিসীম প্রেম যেন তার তরুণ জীবনখানিকে এক অপূর্ব্ব সার্থকতায় ভরে দিয়েছে। কোথাও এতটুকু অভাব অভিযোগের চিহ্ন নেই—নির্ম্মল নীল আকাশের মতই ভাস্বর, স্থির!…কেশবকে সতত সতর্ক দৃষ্টির আবরণে রেখে যেন তার চোখদুটী স্নেহপ্রবন হ'য়ে উঠেচে…

তার উপর ভাগ্যলক্ষ্মী তাদের পানে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়েছেন।…

সামান্য একটী মনোহারীর দোকান খুলে জীবনযাত্রা সুরু করেছিল তারা,—কিন্তু তাদের মিলিত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে তাদের ব্যবসাটিকে অসম্ভব রকমে উন্নত ও প্রসারিত ক'রে তুলেচে। এখন তাদের দোকানটিকে একটি ছোট খাট হোয়াইটুয়ে লেডল' (Whiteway Laidlaw) বলা চলে।

এমন জিনিষ নেই যা তাদের দোকানে মেলে না। সামান্য মনোহারী থেকে, কাপড়, জামা, এবং বিলাতী মদ পর্য্যন্ত বিক্রী হয় তাদের দোকানে! ‥তিন চারটি সুন্দরী খাশিয়া বালিকা তাদের দোকানে (Shop girl) বিক্রেতার কাজ করে এবং দু'তিন জন পুরুষ ও সেখানে চাকুরী করে।

…তাদের দোকান দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে গেল। উনি আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে কেশবকে আলিঙ্গন কর্‌লেন…কেশব আমাদের পায়ের ধূলো নিলে।

মুখরীর মুখখানি একটা গভীর প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌লো,… সে অপাঙ্গে কেশবের মুখের পানে চেয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল'।…

কেশব ও মুখরী কি দিয়ে কি ক'রে, যে আমাদের পরিতুষ্ট করবে সেই চিন্তাতেই যেন তারা সদাই উন্মুখ! তাদের অভ্যর্থনা ও যত্নের আতিশয্যে আমরা সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়তুম!

...কোথায় কিসের প্রয়োজন আমাদের, সেই সন্ধানে তারা ব্যগ্র হ'য়ে থাকৃত'। বাজার, হাট সমস্তই প্রায় তারা পাঠিয়ে দিত।

...আমরা কুণ্ঠা বোধ করলে কেশব দুঃখিত হ'ত—মুখরি চোখমুখ ঘুরিয়ে ঝগৃড়া বাধিয়ে দিত।...

আমাদের মনে হ'ত যেন আমরা এখানে কেশব মুখরির অতিথি! কিন্তু মুখ ফুটে তাদের কাছে কোন কিছু বল্‌বার উপায় ছিল না। উনি আমার কাছে নালিশ করতেন, আমি ওঁর কাছে নালিশ করতুম।

সেদিন সকালে যখন বেড়িয়ে ফির্‌লুম, তখন অনেকটা বেলা হ'য়েচে।

...সকাল থেকেই মেঘ জ'মে জ'মে আকাশের বুক ভারী হ'য়ে উঠেছিল—আনত আকাশ যেন মেঘের ভারে উন্নত গিরীশিরে গড়িয়ে পড়ে একান্ত নিঃসহায় ভাবে তাদের আঁকড়ে ধ'রেচে! কুয়াসার আবরণের মত খণ্ড মেঘগুলো ভেসে ভেসে নীচে নেমে এসে—দিনের আলোর গলা টিপে ধরেচে।

...শীতও সেদিন তেম্‌নি পড়েছিল,—কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় গরম পোষাকের নীচেও বুকের পাঁজর গুলো যেন হিম হ'য়ে আস্‌ছিল।... সেই হাওয়ার মাঝ হ'তে আগুন-জ্বালা ঘরখানায় এসে দাঁড়িয়ে একটা

আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌লুম। উনিও একটা সিগার ধরিয়ে চাকরকে চা দিতে বল্‌লেন।…

আমরা চা খেতে ব'সেচি এমন সময় বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল।

…উঃ! কী হল্লাই কর্‌চে ওরা!

বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

নীচের রাস্তায় চেয়ে দেখি,—মুখরি আর লীলা দৌড়ে দৌড়ে ওপরে উঠ্‌চে—পিছনে কেশব আর সুবোধ হাস্‌চে।

কেশবের কোলে তার খোঁকাটাও যেন তাদের সঙ্গে মেতে উঠেচে।

·· হাঁপাতে হাঁপাতে দু'জনে উপরে উঠে এলো। লীলা একেবারে আমার বুকের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে বল্‌লে, আমায় একটু চা দাও মাসীমা, ঠাণ্ডায় জ'মে গেলুম।…

…আমার চায়ের বাটীতে চুমুক দিতে দিতে বল্‌লে—দেখলে না, ঠাণ্ডার তাড়ায় দৌড়ে শরীরটা একটু তাতিয়ে নিচ্ছিলুম।…

ততক্ষণে সবাই এসে পৌঁছল'…

বাইরের ঘরটায় ওরা চারজনে চা খেতে খেতে গল্প কর্‌ছিল। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে বামুনকে রান্নার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছিলুম।…

লীলা খোঁকাটাকে খুব চট্‌কাচ্চে, আর চুমু খাচ্চে। সেলুলয়েডের পুতুলের মত খোঁকাটা ব্যতিব্যস্ত হয়ে কচি হাত দুটি প্রসারিত ক'রে তার মা'র কোলে যেতে চাচ্চে!…লীলা তাকে ধম্‌ক দিচ্চে,—আবার চট্‌কাচ্চে আবার চুমু খাচ্চে!

মুখরি বল্‌চে—তোমার এম্‌নি একটা খোঁকা হ'লে তাকে খুব ব্যস্ত করবে তুমি !

লীলার মুখখানি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল'। সে কী বল্‌তে চাইলে, কিন্তু সুবোধের মুখের পানে চেয়ে থেমে গেল।

কেশব সহসা নিম্নস্বরে ব'লে উঠ্‌লো, লীলার কথা যাক্‌ · কিন্তু সত্যি, মাসীমার একটি ছেলেপুলে না হ'লে আর ভাল দেখাচ্চে না। লীলাকে ত' জামাইবাবু একেবারে দখল করে নিলে। বাড়ীতে একটা ছেলেপুলে না থাকলে কি—

সুবোধ হঠাৎ তার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে অস্ফুটস্বরে কি বল্‌লে—

কেশব চোখ দুটো বিস্ফারিত ক'রে এম্‌নি ভাবে সুবোধের ও লীলার মুখের পানে চাইল,—আমার মনে হ'লো বুঝিবা আকাশ ভেঙ্গে তার মাথায় পড়ল' কিংবা তার পায়ের নীচে হ'তে পৃথিবীটা স'রে গেলো।

···আমি তার মুখের পানে চাইতে পারলুম না। বুকের নীচেটা দুলে উঠ্‌ল'। সেখান হ'তে সরে এসে একটু পাশে দাঁড়ালুম।···

লীলাতে মুখরীতেও চুপি-চুপি কি কথা হ'লো আমার কানে এলো না।

আমি পাথর হ'য়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম। ··

এই কথাটাই আমার বুকের মাঝে হাতুড়ী পিট্‌তে লাগল,'—সুবোধ কেশবকে কি বল্‌লে ?···

তবে কি সেও আমাদের এই লুকোচুরী ধ'রে ফেলেচে !

···ছিঃ! ছিঃ! কী লজ্জা! যদি তাই হয়, আমি এই মুখ নিয়ে তার সাম্‌নে বেরুবো কেমন করে?···

···যে দুষ্টু মেয়ে এই লীলা! সে বলেনিত? অসম্ভব কিছু নেই।

ছিঃ! ছিঃ! কী ঘৃণা! এই নিয়েও তাহ'লে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়!

মুখ্‌রি পোড়ারমুখা আবার যে! এই নিয়ে হয়ত' একটা মহা হৈ চৈ করবে।

এই পোড়ামুখ নিয়ে মেয়ে-জামায়ের মুখের পানে চাইব কেমন ক'রে? ···কী পাপ!

···উপরের মেঘ-জমা স্তব্ধ আকাশের মতই আমার বুকটা ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল। সজল মেঘের মত আমার চোখ দু'টো ভিজে এল'।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেও চারজনে ব'সে গোপনে কি পরামর্শ কর্‌ছিল,—আমি হঠাৎ সেখানে এসে পড়্‌তেই তারা থেমে গেল।

আমার বিরুদ্ধে যে তাদের মধ্যে একটা চক্রান্ত চল্‌ছিল তা তখন বুঝিনি—পরে বুঝ্‌লুম

— ১১ —

সে দিন পূর্ণিমা।

লীলা বল্‌লে, রাত্রে কেশব আর মুখ্‌রিকে নেমন্তন্ন কর্‌বে।...

বৈকালের দিকে লীলা নিজে হ'তে রান্নার আয়োজন ক'রে দিলে। আমি সে দিকে গেলুম—সে হঠাৎ আমায় ধমক্‌ দিয়ে ব'লে উঠল,... তোমার বাছা সব তাতেই বাড়াবাড়ি, তুমি আবার এদিকে কি কর্‌তে এলে, তুমি বাবার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে এস' না।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম,—তোরা যাবিনে বেড়াতে ?

—না, না। এই পোলাওটা না রেঁধে আমি যাব না। কেশবদা আমার হাতের রান্না পোলাও খেতে চাইলে,—রাধব' না

বেড়াতে যাব। তুমি যাও না, রান্না হ'য়ে গেলে না হয় আমরা যাব।···

সুবোধ বাইরের ঘরে ব'সে একখানা খবরের কাগজ পড়্‌ছিল। সে বল্‌লে, আপনি যান্ না মাসীমা, কেন ওর সঙ্গে বকচেন, ও যখন বাই ধরেচে তখন শেষ না করে তো যাবে না।

—জানি না বাবা! কেমন বাই মেয়ের—বেড়িয়ে এসে আর রাঁধলে চল্‌তো না।

—তুমি এখন যাবে না দাঁড়িয়ে থাকবে? বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

আমি কোন কিছু না ব'লে বাইরে এসে নীচে নেমে গেলুম।··· আমার পশ্চাতে লীলা উচ্চহাস্য করে উঠ্‌লো—তার হাসির শব্দ আমার কানে ভেসে এলো।

আমরা যখন ফিরে এলুম, তখন কেশব ও মুখরী এসেচে। চারজনে মাঝের ঘরটায় খুব জটলা করচে।···

ভিতরে ঢুকেই আমি স্তব্ধ হ'য়ে গেলুম।

মাঝের ঘর হ'তে আমার বিছানা সমেত খাটখানা তুলে দিয়ে সেখানে একখানা টেবিল পেতে সেটাকে 'ডাইনিং-রুমে' পরিণত করা হ'য়েচে।···

লীলা খুব ব্যস্ত।

তার একটা কথা বল্‌বার অবকাশ নেই। সে গায়ে একটা সোয়েটার

এঁটে রান্নার আয়োজন ক'রচে। কখন' রান্নাঘরে যাচ্চে, কখনও মাঝের ঘরে গিয়ে গল্পগুজব করচে।...

আমি রান্নাঘরে গিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা দেখে থম্‌কে দাঁড়ালুম।... লীলা যেন আমায় দেখেও দেখলে না। সে আপনার মনে চপের আলুতে 'কিমা' ভরতে লাগল'।

আমি কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে ডাকলুম!—লীলা!

লীলা মুখ না তুলেই সাড়া দিলে—কি!

—হ্যাঁরে, কি আজ তোদের বল্‌ দেখি, এত আয়োজন কিসের?

আমি তার কাছে বস্‌লুম।

—কি আবার?—এম্‌নি, কেশবদা খেতে চাইলে তাই।

আমি তার মুখখানি তুলে ধ'রে জিজ্ঞাসা করলুম,—তোর্‌ কি হ'য়েচে রে লীলা,—আমার উপর রাগ ক'রেচিস্‌?

তার প্রবালের মত রাঙা ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠল',—কিন্তু সে তার মুক্তার মত দাঁত দিয়ে পাৎলা ঠোঁট্‌খানা কাম্‌ড়ে হাসি চেপে নিলে। তারপর বেশ গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লে—আমি তোমার উপর রাগ করলে আর তোমার কি এসে যাবে—

আমি তাকে বুকের খুব কাছটিতে টেনে নিয়ে বল্‌লুম—তুই এই কথা বল্‌বি লীলা? বল্‌ কি হ'য়েচে? বল্‌বিনি আমায়?

আমার কণ্ঠরুদ্ধ হ'য়ে এল'—চোখ দুটো ভারী হ'য়ে এলো।

লীলার ও চোখদুটো ছলছলিয়ে এল।

সে তার ব্যথাতুর চোখদুটি আমার মুখের প'রে তুলে বল্‌লে—

তোমায় বলে কি হবে? এ বুকের ব্যথা যদি বুঝ্‌তে তুমি, তোমায় বলতুম,—কিন্তু—

আমি উদগ্রীব হ'য়ে তার মুখের পানে চাইলুম। সে আপন মনে বল্‌লে, নিজের মা না হ'লে—এ ব্যথা—

সে আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদ্‌তে লাগল।

আমি তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় হাতে রেখে বল্‌লুম, কি হয়েচে বল্‌ লীলা!—

আঁচলে তার মুখ মুচিয়ে দিয়ে মুখখানি তুলে ধর্‌লুম।

কান্নার উচ্ছ্বাসের মত কি একটা বুকের তলা হ'তে ঠেলে বাইরে আস্‌তে চাইলে।

লীলা বাষ্পার্দ্র কণ্ঠে বল্‌লে—তোমায় ব'লে কি হবে,—তুমি ত' কথা শুন্‌বে না।

আমি ব্যগ্র.কম্পিত বুকের মাঝে তাকে চেপে ধ'রে বল্‌লুম—বল্‌ লীলা—তুই যা বল্‌বি শুন্‌বো।

—শুনবে ত'?—পরে বল'বখন।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর লীলা বল্‌লে, আমরা বায়োস্কোপে যাব তোমরা শুয়ে পড়।

পাশে মুখ্‌রি দাঁড়িয়ে ছিল।—দেখলুম একটা চাপা হাসিতে তার মুখখানা ভ'রে গেছে।

আমি বল্‌লুম,—আমিও কেন যাই চল্‌ না।

লীলা তার ফার্‌কোট্‌টা গায়ে দিতে দিতে বললে—বাবা, একলা থাক্‌বেন,—এই ঠাণ্ডায় উনি ত' আর যাবেন না।

আমি হেসে তাঁর ঘরের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লুম,—উনি আবার যাবেন? ঐ দেখনা লেপমুড়ি দিয়ে কি রকম আরাম ক'রে শুয়েচেন।

লীলা জামাটা গায়ে দিয়ে আমার পাশের চেয়ারখানায় ব'সে নিম্নস্বরে বল্‌লে—তুমি আজ থাক,—লক্ষ্মীটি, আমরা যাই।

আমি নীরবে তার মুখের পানে চাইলুম।—

সে আমার হাত দুখানা ধ'রে গলায় খুব খানিকটা স্নেহ ঢেলে বল্‌লে,—তুমি যাও ঘরে গিয়ে শোওগে,—ঐ ঘরেই তোমার বিছানায় ক'রে দিয়েচি!...

আমি এতক্ষণ লীলার মনের ভাবটা ঠিক্ বুঝ্‌তে পারিনি—এখন বুঝ্‌লুম...

...সন্ধ্যার ঘটনাগুলো সব একত্র ক'রে চোখ মেল্‌তেই যেন আমার চোখের সাম্‌নে লীলার বুকের নীচেটা জ্বল্ জ্বল্ কর্‌তে লাগল'...

আমার সমস্ত শরীরটা শির্ শির্ করে উঠ্‌ল'—মাথাটা ঝুঁকে পড়ল'—লজ্জার চাপে! আমি মন্ত্রাচ্ছন্নের মতই নিস্পলক চোখে লীলার মুখের পানে চেয়ে রইলুম।

মুখ দিয়ে কথা বেরুল না—গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো।

মুখরির চোখে মুখে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছিল। তার হিঙ্গুলের মত রাঙা ঠোঁট দুখানি হাসিতে ভিজে উঠ্‌ল।

লীলা আমায় তার বুকের খুব কাছটিতে টেনে নিয়ে বল্‌লে,—অমন

করে মুখের পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে দেখ্‌চ কি?—বাবা! চোখের চাউনি দেখ না? যেন একেবারে পাহাড় ভেঙ্গে মাথায় পড়েচে! যেন দেউলে হতে বসেচে?···শোন, তুষ্টুমি কর না, কথা শোন। আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি ক'রেচ মনে থাকে যেন,—

···সত্যিই ত'! তুষ্টুমেয়ে আমায় আগেই তো দিব্যি করিয়ে নিয়েচে। কী আপদ!

···এখন তো শুধু আদেশ কর্‌বে, আর আমাকে ওর সর্ব্ব আদেশ মাথা পেতে পালন করতে হবে,—নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে। যুক্তির দোহাই দিয়েও তো নিষ্কৃতি পাব না।···

আমার মনে হ'তে লাগল—যেন কোন্ এক অতর্কিত মুহূর্ত্তে আমি আমার সত্তা হারিয়ে এই বালিকার পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে এসে পড়েছি,—এখন আর বুঝিবা পথ নেই।··

আমি নিতান্ত নিঃসহায় ভাবে তার বুকের মাঝে লুটিয়ে পড়্‌লুম—চোখতুটো জলে ভরে এলো।

লীলা বেশ রুক্ষ স্বরেই ব'লে উঠলো,—না বাছা, চোখের জল ফেলে আর অমঙ্গল ডেকো না। এম্‌নি যদি ছেলেমানুষী কর তাহলে কিন্তু আমি আর তোমাদের ওখানে যাব না। আমার দোহাই দিয়ে এতদিন চলেচে, কিন্তু আর আমি তা হতে দোব না···

আমি নিশ্চল পাথরের মত রুদ্ধশ্বাসে বসে রইলুম।

লীলা বল্‌তে লাগ্‌ল,—বুকের মাঝে এই জগদ্দল পাথরের বোঝা সর্ব্বক্ষণ বয়ে বেড়াও কেমন করে আমি তাই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই।···

বাইরে এই অন্তরঙ্গতার আবরণ দিয়ে ভেতরে এতবড় ঝড় নিয়ে মানুষে বাঁচতে পারে? · আশ্চর্য্য, যে এই বোঝাটাকে নামিয়ে দিয়ে, আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌বার কল্পনাও মনে জাগে না।…

আমি জোর করে হাসবার চেষ্টা করলুম। কিসের লজ্জা আমায় অভিভূত ক'রে ফেলেছিল, আমি মুখ তুলে তার মুখের পানে চাইতে পারলুম না।

নতমুখে বল্‌লাম,—লীলা, তুই আমার পেটের মেয়ের অধিক! তোর কাছে কোনো কথা লুকোব না, সত্যি বল্‌চি, আমার কোন কষ্ট নেই—

মুখ্‌রি হেসে উঠ্‌ল। তার সেই অবিশ্বাসের হাসির নীচে আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম।

মুখ্‌রি বল্‌লে,—আমরা ও মেয়েমানুষ। আমাদের ও কথা বোঝাবার চেষ্টা কর না, মাসীমা!—মর্‌তে ত হবেই। মর্‌বে কি নিয়ে—যদি না ভালবাসলে? আমরা তো জানি এই ভালবাসাটুকুকেই সম্বল করে মর্‌তে হবে।…জীবনে মরণটা যেম্‌নি সত্যি—ভালোবাসাটাও তেমনি সত্যি। আর সবই ভূয়ো, অসার।…

আমি বিস্ময়ে মুখ্‌রির মুখের পানে চাইলাম। মুখ্‌রি বেশ গম্ভীরভাবে বল্‌তে লাগ্‌ল,—স্ত্রী-পুরুষের এই পরিচয়,—এর মিলনএর মধুরতাটুকু যদি প্রাণ দিয়ে উপভোগ না কর্‌লে—অনুভব না করলে—তবে ব্যর্থ এই জীবন!—দুর্ভাগ্য তোমার, তুমি আজও এই মধুর পরিচয়টুকুর সন্ধান ও পেলে না!

আমার চোখের সাম্‌নে যেন সব ঝাপ্‌সা হয়ে এলো, মাথার ভেতর

সব তাল গোল পাকিয়ে উঠল'।—একটা অস্বস্তির ব্যাকুলতায় বুকখানা উত্তাল হ'য়ে উঠ্‌ল'।…

মনে পড়ল' বহুপূর্ব্বের কথা! তখন প্রথম যৌবন—মুখ্‌রির এই কথাগুলো যেন এম্‌নি ভাবে বহুপূর্ব্বে,—যৌবনের সন্ধিক্ষণে, রঙীন হ'য়ে বুকের মাঝে ধাক্কা দিয়ে যেত। বাসনার তরঙ্গ উঠে অন্তরটাকে বিক্ষোভিত করে তুলত,…

চিরদিনের বাঞ্ছিত এম্‌নি একটি শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় কি অধীর আগ্রহেই না তখন দিন কাটাতুম—অন্তহীন আশা-আকাঙ্ক্ষায় বুক ভ'রে! দিন গেল, বিবাহ হয়ে গেল';—কী হতাশার আর্ত্তনাদে বুকখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল!—শুধু অন্তর্য্যামীই জানেন…

করুণ বিয়োগান্ত নাটকের মতই শুধু দীর্ঘনিশ্বাসে আমার বিবাহ জীবন পর্য্যবসিত হল!…আজ এই জীবনের অবেলায় এ কি বিপর্য্যয়!…

লীলা ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠ্‌লো—অমন চুপ ক'রে থাক্‌লে তো চল্‌বে না। এত বড় অমঙ্গল আমি ঘট্‌তে দোব না,—কিছুতে না। একটা ছেলের অভাবে আমার পিতৃপিতামহের বংশটা লোপ পেতে ব'সেচে—

লীলার গলাটা ভারী হ'য়ে উঠ্‌ল'—তার চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিলে।

আমি স্তব্ধ হ'য়ে তার মুখের পানে চাইলুম।…মুখের কথা গেল থতিয়ে।…এই কি সেই লীলা!…

লীলা মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বল্‌লে, যাও বাপু, আর দাঁড়িয়ে থেক' না। আমাদের রাত হ'য়ে যাচ্ছে। এম্‌নি কাণ্ডটি করে বসে আছ, যে

তোমাদের জামাইটিরও চোখ এড়ায় নি। লজ্জায় মাথা কাটা যায়! যাও—

বল্‌তে বল্‌তে আমায় স্বামীর ঘরের ভিতরে এক রকম জোর ক'রে ঠেলে দিয়ে, বাইরে হ'তে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলে।

আমি প্রণয়-ভীতা চকিতা বালিকা বধূর মত কাঠ হ'য়ে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম!

১

— ১২ —

—তার পর ? ··

বল্‌বার মত আর কিছু নেই।

···লজ্জার হাত হ'তে রেহাই পাবার জন্যেই হোক্‌ বা স্নেহের দস্যু লীলার ভ্রূকুটি-কঠিন দৃষ্টির নীচে হ'তে অব্যাহতির কোন উপায় নেই ভেবেই হোক্‌,—নিতান্ত পরাজিতের মতই আমি স্বামীকে আত্মসমর্পণ করলুম, চোখ বুজে !

যৌবন জোয়ারে ভাটা লেগেছিল, শীতের হাওয়া লাগা গাছের পাতার মতই সবুজ মনটা শুকিয়ে বর্ণহীন হ'য়ে উঠেছিল। দেহ হ'তে রূপ-রসের চেতনা বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল,—অপেক্ষার আঘাতে !··· তবুও সেই অবেলায়, সূর্য্যাস্তের আকাশের মতই বিষণ্ণ-মলিন মন

নিয়ে, বিধ্বস্তের মতই দেহটাকে নিবেদন করতে হলো,—স্বামীর সেবায়।

জয়ী হবার দুর্জ্জয় আশায় খুব খানিক ধস্তাধ্বস্তি ক'রে অবসন্ন নির্জ্জীব দেহ-মন যখন এলিয়ে পড়ে, তখন যে ভাবে বিজিত বিজেতার হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়, ঠিক্ তেম্‌নি ভাবেই আমার বিবশ, নিষ্প্রাণ দেহটাকে বিলিয়ে দিলুম—

বিগত-যৌবন নিস্পৃহ দেহের প্রতি আমার একটুকু মমতা ছিল না। কোনদিন যে এই দেহের নীচে উচ্ছলতা ছিল, পুরুষের স্পর্শলোভে উদগ্র হ'য়ে উঠত'—সে কথা মনেই হতো না! বরং মনে হতো আমার শরীরই ছিল না কোনদিন, তাই না এমনভাবে নিজের অস্তিত্ব ভুলে স্বামীর মাঝে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পেরেচি···

ভোগ তৃপ্তি আনে কিনা জানি না, তবে অবসাদঘেরা প্রাণে মুহূর্ত্তের উত্তেজনা আনে, রোমাঞ্চের মত। সেই উত্তেজনার চাঞ্চল্য আধমরা প্রাণে বাঁচবার আশা জাগিয়ে তোলে। কানের কাছে বিগত যৌবন বিক্ষোভে আর্ত্তনাদ করতে থাকে। দেহের যৌবন তার অভাব পূর্ণ কর্‌তে চায়, মনের চাঞ্চল্য দিয়ে।···এর মাঝে আনন্দের প্রাচুর্য্য নেই, আছে শুধু স্বল্প একটু আনন্দের শিহরণ!—ব্যথার বিভীষিকা নেই, তবু থেকে থেকে বিদ্যুৎরেখার মত বেদনার ক্ষীণরেখা ছুটে যায়, বুকের প্রান্ত হ'তে প্রান্ত পর্য্যন্ত,—নিম্নগামী জীবনের আত্মচেতনার মত!

আমাদের দেহের সম্বন্ধটুকুর কথা মনে পড়লেই মনে হয় যেন শুধু

নিয়মের দাসত্ব করেই চলেচি—যে নিয়ম সেই আদিম যুগ হ'তে, অনাদি কাল ধরে নরনারী মেনে আস্‌চে,—স্বাভাবিক ব'লে, নীতিসঙ্গত ব'লে,—সৃষ্টির দোহাই দিয়ে।

...এ যেন অনিবার্য্যের চরণতলে মাথা নত করা। পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গের মতই একটা অবলম্বন আঁকৃড়ে ধরে বেঁচে থাকা।

স্বামীকে মেনে নিয়ে, নিজেকে কোন রকমে তার সাথে মানিয়ে চল্‌তে হবে, দৈনন্দিন জীবনে ছু'জনের মাঝে যেন এতটুকু ফাঁক বাইরের লোকের চোখে না ধরা পড়ে,—এই অনুভূতির তাড়নায় সচেতন হ'য়ে জীবনটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে নিয়মের বাঁধন দিয়ে দিয়ে গড়ে তুলছিলুম।

...উচ্ছৃঙ্খলতাই মিলনের আনন্দ,—তার প্রাণ। আমাদের এই মিলনের মাঝে উচ্ছৃঙ্খলতার বালাই নেই। বুঝিবা না থাকাটাই স্বাভাবিক—এই অবেলায়! আমাদের মিলনের সুর শেষবেলার বাঁশীর সুরের মতই করুণ, ম্রিয়মান। উচ্ছ্বসিত আবেগে আকাশের কোলে ছড়িয়ে পড়ে না,—নীরবে সকরুণ বেদন ব্যথায় কাঁপতে থাকে, চিত্তের অতলে!

...মৃত্যুর হাতছানি নেই, জীবনের গতিরও উন্মাদনা নেই। নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়েও আসে না, অথচ নিঃশ্বাস টান্‌বার মত নির্ম্মল বাতাসেরও অজস্রতা নেই। ছোটাছুটীর ব্যগ্রতা নেই, চল্‌তে হবে তাই চলেচি,—ঝিমিয়ে, পিছুপানে তাকাতে তাকাতে।

...এমনি ভাবেই গতানুগতিক নিয়মের দেনাপাওনার মধ্যে দিয়েই আমার নারীজীবনের হিসাবনিকাশ সুরু হলো।

বছরের পর বছর পার হ'য়ে গেছে।

স্বামীকে প্রাণভরে ভালোবাস্‌তে পেরেচি কিনা, কিংবা তার ভালবাসা পেয়েচি কিনা আজও জানি না। তবে আজ আমি তার পুত্রের জননী—নারীজীবনের নাকি শ্রেষ্ঠ গৌরব! সেইখানেই যদি নারীজীবনের সার্থকতা হয়, তাহ'লে আমার জীবনও সার্থক হ'য়েছে।

...মুথ্‌রি ও লীলার কল্যাণে জীবনের ধারা পাল্‌টে গেছে, পূর্ব্বজীবন অস্পষ্ট হ'য়ে এসেচে, কিন্তু আজও ভুল্‌তে পারিনি দিদির স্মৃতি! আজও যখন স্বামীকে একান্তে আলিঙ্গন-ব্যগ্র বাহুর মাঝে পেতে চাই, তখনি মনে হয়, তিনি—দিদির স্বামী!

আজও যখন শয্যায় স্বামীর পাশটিতে একটু আরামের ঠাঁই করে নিতে চাই, তখনই মনে হয় একটা উল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান-প্রাচীরের মতই দিদি এসে শুয়ে আছে,—আমাদের দু'জনার মাঝে!

— শেষ